মা'আরিফুল হাদীস

পঞ্চম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র)

মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	১১
হযরত মওলানা আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত ভূমিকা	১৪
সঙ্কলকের মুখবন্ধ	২১
মূল কিতাব	
আল্লাহ্‌র যিক্‌রের মাহাত্ম্য ও বরকতসমূহ	২৯
অন্যান্য আমলের মুকাবিলায় যিকরুল্লাহ উত্তম	৪১
রসনার যিক্‌রের ফযীলত	৪৪
আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফেল থাকার পরিণাম ঃ বঞ্চনা ও হৃদয় শক্ত হয়ে যাওয়া	৪৬
যিক্‌রের কালিমাসমূহ ও সেগুলোর বরকত-ফযীলত	৪৭
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর খাস ফযীলত	৫৫
কালিমায়ে তাওহীদের খাস মাহাত্ম্য ও বরকত	৫৮
লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌র বিশেষ ফযীলত	৫৯
আসমাউল হুসনা ঃ আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ	৬১
কুরআন মজীদে উক্ত আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি পবিত্র নাম	৭০
ইসমে আ'যম	৭২
কুরআন মজীদ তিলাওয়াত	৭৫
কুরআন মজীদের মাহাত্ম্য ও ফযীলত	৭৫
কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	৭৯
কুরআনের বাহক যথার্থই ঈর্ষণীয়	৮০
কুরআন শরীফের বিশেষ বিশেষ হকসমূহ	৮১
কুরআন ও জাতিসমূহের উত্থান-পতন	৮২
কুরআন তিলাওয়াতের ছওয়াব	৮২
কুরআন তিলাওয়াত অন্তর পরিষ্কার করার রেত বা শান	৮৪
কুরআন বিশেষজ্ঞের মর্যাদা	৮৫
কুরআন পাঠ ও তার উপর আমল করার পুরস্কার	৮৫
কিয়ামতে কুরআন পাকের সুপারিশ ও ওকালতী	৮৬

বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াতের বরকত ৮৮
সূরা ফাতিহা ৮৯
সূরা বাকারা ৯০
সূরা কাহ্‌ফ ৯১
সূরা ইয়াসীন ৯২
সূরা ওয়াকিয়া ৯৩
সূরা মূল্‌ক্‌ ৯৩
আলিফ-লাম-মীম তান্‌যীল ৯৪
সূরা আ'লা ৯৪
সূরা তাকাসুর ৯৪
সূরা যিলযাল, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস ৯৫
কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক ও নাস ৯৯
কয়েকটি বিশেষ আয়াতের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ১০০
আয়াতুল কুরসী ১০০
সূরা বাকারার শেষের আয়াত সমূহ ১০২
আলে ইমরান সূরার শেষ আয়াত ১০৪
দু'আ ১০৮
দু'আর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য ১১০
দু'আর মকবূলিয়ত ও উপকারিতা ১১৩
দু'আর ব্যাপারে কয়েকটি দিকনির্দেশনা ১১৫
দু'আয় তাড়াহুড়া করতে বারণ ১১৭
হারাম ভোগীর দু'আ কবুল হয় না ১১৮
নিষিদ্ধ দু'আ ১১৯
দু'আর কয়েকটি আদব ১২১
দুই ঃ হাত তুলে দু'আ করা ১২২
তিন ঃ দু'আর শুরুতে হাম্‌দ ও সালাত পাঠ ১২৩
চার ঃ দু'আর শেষে 'আমীন' বলা ১২৪
পাঁচ ঃ ছোটদের কাছেও দু'আর দরখাস্ত করা ১২৫
সে সব দু'আ, যেগুলো বিশেষভাবে কবূল হয়ে থাকে ১২৫
দু'আ কবূলের বিশেষ বিশেষ হাল ও ক্ষণ-কাল ১২৭
দু'আ কবূল হওয়ার অর্থ এবং তার সূরতসমূহ ১৩১
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আসমূহ ১৩৩
সালাত এবং সালাতের পর পড়ার দু'আসমূহ ১৩৪
তাকবীরে তাহরীমার পরের প্রারম্ভিক দু'আ ১৩৪
রুকূ' ও সাজদার দু'আসমূহ ১৩৭
শেষ বৈঠকের কিছু দু'আ ১৩৯
সালাতের পরবর্তী দু'আসমূহ ১৪৩
তাহাজ্জুদের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ ১৪৭
বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় পাঠের দু'আসমূহ ১৫১
সকাল-সন্ধ্যার দু'আসমূহ ১৫১
শয়ন কালীন বিশেষ বিশেষ দু'আসমূহ ১৬০
অনিদ্রা কালীন দু'আ ১৬৭
নিদ্রিত অবস্থায় ভয় পেলে পাঠের দু'আ ১৬৮
নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান কালীন দু'আ ১৬৯
ইস্তিঞ্জাকালীন দু'আসমূহ ১৭১
ঘর থেকে বেরোবার এবং ঘরে ফেরার সময় পড়বার দু'আসমূহ ১৭৩
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়ের দু'আ ১৭৬
মজলিস থেকে উঠাকালীন দু'আ ১৭৭
বাজারে গমনকালীন দু'আ ১৮০
বাজারের পরিবেশে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের অসামান্য ছওয়াব ১৮১
বিপন্ন ব্যক্তিকে দর্শনকালে পাঠের দু'আ ১৮৩
পানাহারকালীন দু'আ ১৮৪
কারো ঘরে আহারের পর মেজবানের জন্যে দু'আ ১৮৬
নতুন পোশাক পরিধানকালীন দু'আ ১৮৮
আয়না দর্শনকালীন দু'আ ১৮৯
বিবাহ-শাদী সংক্রান্ত দু'আসমূহ ১৯০
সঙ্গমকালীন দু'আ ১৯১
সফরে গমন ও প্রত্যাগমনকালীন দু'আসমূহ ১৯২
সফরকালে কোন মঞ্জিলে অবতরণের দু'আ ১৯৬
কোন জনপদে প্রবেশকালীন দু'আ ১৯৬
সফরে গমনকালে সফরযাত্রীকে উপদেশ এবং তার জন্যে দু'আ ১৯৭
সঙ্কটকালীন দু'আ ১৯৯
দুশ্চিন্তাকালীন দু'আ ২০১
বিপদ-আপদকালে পাঠ করার দু'আসমূহ ২০৩

শাসকের রোষানল ও অত্যাচার থেকে হিফাযতের দু'আ ২০৭
ঋণমুক্তি ও আর্থিক অসচ্ছলতা থেকে মুক্তির দু'আ ২০৭
আনন্দ ও শোকে পাঠের দু'আ ২১০
ক্রোধ কালীন দু'আ ২১০
রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে পড়বার দু'আসমূহ ২১১
হাঁচি কালীন দু'আ ২১৩
বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানো কালীন দু'আ ২১৫
মেঘের ঘনঘটা এবং প্রবল বায়ু প্রবাহ কালীন দু'আ ২১৬
বৃষ্টি বর্ষণকালীন দু'আ ২১৮
বৃষ্টির জন্যে দু'আ ২১৯
নতুন চাঁদ দেখা কালীন দু'আ ২২০
লাইলাতুল কদরের দু'আ ২২২
আরাফাতের দু'আ ২২২
ব্যাপক অর্থবোধক বিভিন্নমুখী দু'আসমূহ ২২৬
আশ্রয় প্রার্থনামূলক দু'আসমূহ ২৬১
রোগ-ব্যাধি এবং বদনযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনামূলক দু'আ ২৭৩
তাওবা-ইস্তিগফার ২৭৫
তাওবা ও ইস্তিগফার হচ্ছে সর্বোচ্চ মকাম ২৭৬
তাওবা ও ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উসওয়ায়ে হাসানা ২৭৮
গুনাহের কালিমা এবং তাওবা-ইস্তিগফার দ্বারা কালিমা মুক্তি ২৮০
গাফ্ফারিয়তের অভিব্যক্তির জন্যে গুনাহ্র প্রয়োজনিয়তা ২৮২
বারবার গুনাহ ও বারবার ইস্তিগফারকারী ২৮৩
কতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা গ্রহণযোগ্য ২৮৬
মুসলিম সাধারণের জন্য ইস্তিগফার ২৮৮
তাওবার দ্বারা বড় বড় গুনাহ মাফ হয়ে যায় ২৯০
একশ' ব্যক্তির হত্যাকারী তাওবা করে মার্জনা লাভ করলো ২৯১
মুশরিক-কাফিরদের জন্যেও রহমতের মেনিফেস্টো ২৯৩
তাওবা ও ইস্তিগফারের খাস খাস কালিমা ২৯৫
সাইয়েদুল ইস্তিগফার ২৯৬
হযরত খিযির (আ)-এর ইস্তিগফার ৩০০
ইস্তিগফারের বরকতসমূহ ৩০২
ইস্তিগফার গোটা উম্মতের জন্যে নিরাপত্তা স্বরূপ ৩০৩
তাওবা-ইস্তিগফার দ্বারা আল্লাহ কতটুকু খুশি হন ৩০৫
দরূদ ও সালাম ৩১১
নবীর প্রতি সালাতের মর্ম এবং একটি সন্দেহ নিরসন ৩১১
সালাত ও সালামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব ৩১৩
সালাত ও সালাম সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের বিভিন্ন মস্লক ৩১৩
দরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্য ৩১৪
দরূদ ও সালামের উদ্দেশ্য ৩১৪
দরূদ ও সালামের খাস হিকমত ৩১৫
হাদীসে দরূদ ও সালামের প্রতি উৎসাহ দান
এবং তার ফাযায়েল ও বরকতসমূহ ৩১৬
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখ কালে দরূদের ব্যাপারে গাফেল ব্যক্তিদের বঞ্চনা ৩২১
মুসলমানদের কোন বৈঠকই যেন
আল্লাহ্র যিকর ও নবীর প্রতি দরূদ শূন্য না হয় ৩২৪
দরূদ শরীফের আধিক্য কিয়ামতের দিন হুযূর (সা)-এর নৈকট্যের কারণ হবে ৩২৫
উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং প্রয়োজন পূরণেও দরূদ পাঠ সমধিক কার্যকরী ৩২৭
দরূদ শরীফ দু'আ কবূলিয়তের ওসীলা স্বরূপ ৩২৯
দুনিয়ার যে কোন স্থান থেকে প্রেরিত দরূদ
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছানো হয় ৩৩০
দরূদ ও সালামের বিশেষ বিশেষ কালিমাসমূহ ৩৩৭
সালাতের প্রার্থনার সাথে সাথে বরকতের প্রার্থনার হিকমত বা রহস্য ৩৩৯
দরূদ শরীফে 'আল' শব্দের মর্ম ৩৪০
দরূদ শরীফের ব্যবহৃত উপমাটির তাৎপর্য ও ধরন ৩৪১
দরূদ শরীফের আদ্যান্ত 'আল্লাহুম্মা' ও 'ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' প্রসঙ্গে ৩৪৩
এ দরূদ শরীফের শব্দমালার রিওয়ায়াতগত মর্যাদা ৩৪৪

মওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী লিখিত
ভূমিকা

খাতাবুন নাবিয়ীন (সা)-এর নবী সুলভ মু'জিযা জাতীয় অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

১. আব্‌দ ও মা'বুদ তথা বান্দা ও তার উপাস্যের সম্পর্কের সঠিক রূপায়ন ও বিন্যাস।

২. আব্‌দ ও মা'বূদের সম্পর্ক দৃঢ়ীকরণ ও তার স্থায়িত্ব বিধান।

আব্‌দ ও মা'বূদের সম্পর্কের সঠিক রূপায়ন ও তার সুবিন্যস্তকরণের মানে হচ্ছে বান্দা ও খোদা, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং আব্‌দ ও মা'বূদ তথা বান্দা ও তার উপাস্যের মধ্যকার সম্পর্ক ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। সে সম্পর্কটি বিকৃতি, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা, জাহেলিয়াত, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, মনগড়া ও কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা এবং শঠতা ও ইবলীসী চালচক্রের শিকার হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাত তথা তার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতার জয়জয়কার ছিল অথবা তাঁর অত্যন্ত অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত পরিচিতি কোন কোন জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে তাঁর অনেক সৃষ্টিকেও শরীক সাব্যস্ত করা হয়েছিল। একদিকে মাখলূক বা সৃষ্ট বস্তুসমূহের অনেক বৈশিষ্ট্য ও অপূর্ণতার সাথে তাঁকে সম্পৃক্ত করে নেয়া হয়েছিল; অপরদিকে তাঁর অনেক বিশেষ গুণ এবং উপাস্য সুলভ বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা তার সৃষ্টির প্রতিও আরোপ করা হয়েছিল। জাহেলিয়তের অধিকাংশ বিভ্রান্তি, ব্যাধি, বঞ্চনা এবং আল্লাহকে না চেনার উৎস ছিল এ দুর্বলতাটুকুই। আর এরই ফলশ্রুতিরূপে প্রকাশ্য মূর্তিপূজা এবং সুস্পষ্ট শির্‌কের উদ্ভব হয়। তারপর যেখানে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের শিক্ষার নিভু নিভু আলোর কিছুটাও অবশিষ্ট ছিল, সে আলোর কল্যাণে বিশুদ্ধ মা'রিফত এবং তাওহীদের জ্যোতির বদৌলতে আব্‌দ ও মা'বূদের সম্পর্কের ভিত্তিটা মওজুদ ছিল, সেখানে সে সম্পর্কের বিশুদ্ধ রূপ এবং তার সুবিন্যস্তকরণ ও সংহতকরণের কোন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না। নবুওয়াতে মুহাম্মদীর মু'জিযা পর্যায়ের নবীসুলভ সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, বিশ্ব তার মাধ্যমে সহীহ্ মা'রিফত লাভ করেছে এবং তাওহীদ বা একত্বের আকীদা-বিশ্বাসের সাহায্যে এ নবুওয়াতে মুহাম্মদীই এ সম্পর্কের যথার্থতা বিধান বা শুদ্ধিসাধন করেছে। সমস্ত আবিলতা-কলুষতা থেকে তাকে মুক্ত করেছে। তার পরতে পরতে যেসব পর্দা বা আবরণ পড়ে গিয়েছিল, সে সবকে বিদীর্ণ করেছে। জাহেলিয়তের মুশরিকানা পৌত্তলিকতাসুলভ ধ্যান-ধারণার মূলোচ্ছেদ করেছে। আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার পবিত্রতাকে এমন সার্থকভাবে পেশ করেছে যে, তার উপরে আর কোন স্তর নেই। এ সবের ফলশ্রুতিতে তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাস এমনি স্বচ্ছ-নির্মলভাবে ফুটে উঠেছে যে, اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ এর গুরু নিনাদে পর্বত-প্রান্তর এমনিভাবে প্রকম্পিত হয়েছে যে, চরম ও শাশ্বত বঞ্চনা এবং অস্বীকৃতি ও দাম্ভিকতা ছাড়া কোন ভুল বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির কোন সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট রইলো না ঃ

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

(যাতে করে ধ্বংসমুখী দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরই ধ্বংস হয় আর যে বেঁচে যায় সে যেন দলীল-প্রমাণের আলোকেই বেঁচে থাকে।) এটাই ছিল আব্‌দ ও মা'বূদের সম্পর্কের সঠিক রূপদান বা বিশুদ্ধিকরণ। তারপর ঈমানে মুফাস্‌সল, আকাঈদ, ইবাদতসমূহ, ফরযসমূহ, আদেশ ও নিষেধসমূহ, আখলাক ও মুআমেলাত-যেগুলোর সমষ্টিগত নাম হচ্ছে শরী'আত-এ সবের সাহায্যে এ সম্পর্ককে সংহত করা হয়। এটাই হচ্ছে সে সম্পর্কের সুবিন্যস্তকরণ।

নবুওয়াতে মুহাম্মদীর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ আবদ ও মা'বূদের সম্পর্কের দৃঢ়ীকরণ ও স্থায়িত্ব বিধানের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এ সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল, নিষ্প্রাণ, ফ্যাকাশে, নির্জীব, বরং এক আবছা ছায়ায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল; যাতে না ছিল বিশ্বাসের শক্তি, না ছিল অনুরাগের উষ্ণতা, না ছিল আবদ ও মা'বূদের কানাকানি, মাখামাখি, না ছিল প্রেমিক মনের দাহন। না ছিল নিজের দৈন্য ও অক্ষমতা-অপরাগতার অনুভূতি, না ছিল আল্লাহ্‌র বদান্যতা গুণ, তার মহা কুদরত এবং গায়েব ভাণ্ডারের ব্যাপ্তির জ্ঞান, একেকটি গোটা জাতি ও দেশে কেবল বিশেষ বিশেষ পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে কালেভদ্রে অথবা কঠিন বিপদ-আপদ ও সঙ্কটকালেই কেবল আল্লাহকে স্মরণ করার এবং তার কাছে ত্রাণ ভিক্ষার প্রথাটা রয়ে গিয়েছিল। ধর্মের সাথে যে সব জাতির সম্পর্ক ছিল, তাদের মধ্যেও অহরহ আল্লাহকে স্মরণ করার বা তাঁকে সর্বত্র হাযির-নাযির জ্ঞান করার মত বা তাঁর সাথে এমন প্রাণবন্ত সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি, যাদের সে সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা তাকে সত্যিকারের ত্রাণকর্তা, সাহায্যকারী এবং ফরিয়াদ শ্রবণকারী বলে জ্ঞান করতেন বা তার পূর্ণ শক্তিমত্তা ও মহা কুদরতের প্রতি ভরসা করতেন, তাদের সংখ্যা ছিল একান্তই অল্প। তাদের খুব কম সংখ্যক লোকই স্রষ্টার প্রীতি ও বাৎসল্যর প্রতি ততটুকু নির্ভর করতে পারতো বা তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য নিয়ে গর্ববোধ করতে পারতো, যতটুকু নির্ভর ও গর্ব করতে পারে কোন শিশু তার স্নেহময়ী মায়ের স্নেহ-মমতার প্রতি অথবা কোন গোলাম তার মুনিবের দয়া-দাক্ষিণ্য ও আনুকল্যের প্রতি। নবুওয়াতে মুহাম্মদীর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, এই নবুওয়াত এহেন সম্পর্কের ধারণাকে মূর্তিমান বাস্তবের রূপ দিয়েছে, রূপ দিয়েছে

ছায়াকে কায়ার, রসমকে হাকীকতের। গোটা জীবনে দু'চারবার বা ছ'মাসে ন'মাসে দু'একবার যে আমল বা কাজটি কচিৎ হতো, তাকেই এই নবুওয়াতে মুহাম্মদী সকাল-সন্ধ্যার ব্রতে এবং অহোরাত্রের অভ্যাসে পরিণত করে ছেড়েছে। বরং তাকে মু'মিনের জন্যে বায়ু ও পানির ন্যায়-অপরিহার্য করে দিয়েছে-যার বিহনে জীবন ধারণ অসম্ভব। ফলে যাদের অবস্থা ছিল,

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

তাদেরই অবস্থা দাঁড়ালো এই যে—

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

যারা আল্লাহ্‌র নাম জপ করে দণ্ডায়মান অবস্থায় উপবিষ্ট অবস্থায় এবং তাদের পার্শ্বদেশের উপর শায়িত অবস্থায়।

যারা কেবল কঠিন সঙ্কটকালে আল্লাহকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত ছিল- যার বর্ণনা রয়েছে আল-কুরআনের এ আয়াতে-

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

যখন পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালা তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে তখন তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকে। (৩১ ঃ ৩২)

তাদেরই অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

"রাতের বেলায়ও তাদের পার্শ্বদেশসমূহ শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তারা তাদের প্রতিপালককে ভীতি ও আশার সাথে ডাকতে থাকে।"

যাদের জন্যে আল্লাহকে স্মরণ করা ছিল একটা কঠিন চেষ্টা-সাধনা ও অভ্যাস বিরোধী কাজ এবং এ কাজের সময় তাদের যে অবস্থা হতো, তাকে আল-কুরআন চিহ্নিত করেছে এরূপ অলঙ্কারময় ভাষায়- كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ

তারা যেন আসমানে আরোহণ করছে!

ঐ ব্যক্তিগুলোর পক্ষেই আল্লাহকে বিস্মৃত হয়ে থাকা তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল থাকাটা হয়ে দাঁড়ালো এক সুকঠিন কাজ এবং অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি। যারা একদা যিক্‌র ও ইবাদতের পরিবেশে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ পাখির মত ছটফট করতো, তাদেরকেই যিক্‌র ও ইবাদত থেকে বিরত রাখলে বা তার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করলে ডাঙ্গার মাছের মতো অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো।

আবদ ও মা'বূদের মধ্যকার এ সম্পর্ক সুদৃঢ়, সুসংহত ও চিরস্থায়ী করার জন্যে শরীয়তে মুহাম্মদী এবং তা'লিমাতে নববী যে মাধ্যম অবলম্বন করে, তা হচ্ছে যিক্‌র ও দু'আ। রাসূলুল্লাহ (সা) যিক্‌রের জন্যে যে তাগিদ দিয়েছেন, তার যে মাহাত্ম্য ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন, তার যে হিকমত বর্ণনা ও রহস্য উন্মোচন করেছেন[১] তারপর যিক্‌র কেবল একটি কর্তব্য কর্ম ও রীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা জীবনের এক মৌলিক প্রয়োজন এবং মানব প্রকৃতির এক বৈশিষ্ট্যে, আত্মার খোরাক এবং অন্তরের ঔষধে পরিণত হয়ে যায়। তারপর তজ্জন্য খোদায়ী ইলহামের দ্বারা যে সেব স্থান, কাল হেতু ও শব্দাবলী নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সেগুলো তাওহীদের পূর্ণতা বিধানকারী আব্‌দিয়তের দেহে প্রাণ সঞ্চারকারী, অন্তরকে আলোতে, জীবনকে শান্তি ও সুষমাতে, পরিবেশ-পরিমণ্ডলকে বরকত ও আলোকমালায় পরিপূর্ণকারী।[২] তারপর এগুলো এত ব্যাপক যে, গোটা জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রতিটি চড়াই-উৎরাইয়ে দিবা-রাত্রির সকল সময়ে পরিব্যাপ্ত যে, যদি তা একটু গুরুত্ব সহকারে পালন করা যায় তাহলে গোটা জীবন এক নিরবাচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ যিক্‌র প্রবাহে পরিণত হয়ে যায়। এমন কোন সময়, এমন কোন কাজ এমন কোন অবস্থা নেই, যখন এ যিক্‌রের সঙ্গ-সাহচর্য থেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন থাকা চলে।[৩]

এমন সব বস্তু বা কাজ, যাতে আল্লাহ তা'আলাকে হাযির-নাযির জ্ঞান করা হয়ে থাকে এবং এমন সব কাজ, যা গাফলতি মুক্ত হয়ে করা হয়ে থাকে, তাই যিক্‌র পদবাচ্য হলেও যার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ও সর্বোত্তম নমুনা হচ্ছে দু'আ- নবুওয়াতে মুহাম্মদী দু'আকে দ্বীনের এক স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত করেছে। নানা জাতি নানা ধর্ম এবং বিভিন্ন নবী-রাসূল ও আধ্যাত্মিকতার বিস্তৃত পরিসর ইতিহাসকে সম্মুখে রেখে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, নবুওয়াতে মুহাম্মদী দু'আ বিভাগের যে পূর্ণতা বিধান ও তাতে নব জীবনের সঞ্চার করেছে, তাতে যে সুষমা, যে মোহনীয়তা, যে শক্তি ও বেগ সঞ্চার করেছে, তার কোন নজীর যেমন পূর্বেও ছিল না, তেমনি তার পরেও নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে নবুওয়াতে মুহাম্মদী অন্য আরো কয়েকটি ব্যাপারে যেমন চরম উৎকর্ষ বিধান করে সে সব ব্যাপারে শেষ শীলমোহরটি মেরে দিয়েছে, তেমনটি দু'আর ব্যাপারেও হয়েছে। এ বিভাগটিও খতমে নবুওতের বা তাঁর খাতিমুন নাযিয়্যীন হওয়ায় একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-তার জন্যে আমাদের জান-প্রাণ-আত্মা উৎসর্গ হোক- বঞ্চিত ও আবরণে আড়ালগ্রস্ত মানবতাকে পুনর্বার দু'আর নিয়ামত দান করেছেন এবং

১. এ জন্য মূল উর্দু কিতাবের ১৭-৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২. দেখুন মূল উর্দু কিতাবের ৪১-৬৭ পৃষ্ঠা।
৩. দেখুন মূল কিতাবের ৭৭-২৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

বান্দাদেরকে তাদের খোদার সাথে আলাপচারিতার গৌরবে গৌরবান্বিত করেছেন। বন্দেগীর বরং জিন্দেগীর স্বাদ ও গৌরব দান করেছেন। বঞ্চিত মানবতা পুনরায় দরবারে উপস্থিত হওয়ায় অনুমতি পেলো। আদমের পলাতক সন্তান আবার স্রষ্টা ও মনিবের আস্তানার দিকে এ উক্তি করতে করতে ফিরে আসলো ঃ

بنده آمد بر درت بگر یخته
آبروئے خود به عصیاں ریخته

কেঁদে কেঁদে বান্দা তব হাযির যে দ্বারেতে তোমার
পাপে-তাপে নষ্ট করে সম্মান সে নিজে আপনার।[১]

নবুওয়াতে মুহাম্মদীর কৃত সংস্কার কর্ম ও পূর্ণতা বিধানকারী কর্মের এখানেই শেষ নয়, তিনি আমাদেরকে দু'আ করাও শিখিয়েছেন। তিনি মানবজাতির রত্নভাণ্ডার আর বিশ্ব সাহিত্যকে দু'আর সে সব মণি-মাণিক্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, যার উজ্জ্বলতার নজীর আসমানী কিতাবসমূহের পর আর কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর মনিবের দরবারে সেই শব্দমালা যোগে ফরিয়াদ করেছেন, যার চাইতে প্রাঞ্জল। মর্মস্পর্শী এবং যথাযথ শব্দমালা মানুষ রচনা করতে পারে না। এ দু'আগুলোই স্বতন্ত্র মু'জিযা এবং নবুওয়াতের সত্যতর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ শব্দমালাই একথার সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো কোন প্রেরিত পুরুষেরই মুখনিঃসৃত। এগুলোতে নবুওয়াতের নূর ও পয়গম্বরের প্রত্যয় দেদীপ্যমান। আব্‌দে কামিল তথা খাটি বান্দার নিয়ায (আকুতি) মহবুবে রাব্বুল আলামীনের প্রত্যয় ও নায্ (প্রেমের ভঙ্গিমা) নবুওয়াতী স্বভাব-চরিত্রের সরলতা ও নিষ্কলংকতা দরদপূর্ণ দেল ও উৎসর্গিত অন্তরের অকৃত্রিমতা, গরজী ও রিক্ত মনের অধীরতা, আবার মহামহিম প্রভুর দরবারের সম্ভ্রম সম্পর্কে সচেতনতাও বিদ্যমান। আহত-ব্যথিত মনের ব্যথা ও যন্ত্রণা আবার সাথে সাথে উপশমকারী অগতির গতির পক্ষ থেকে সান্ত্বনার দৃঢ় প্রত্যয় ও সে চেতনাজনিত আনন্দও তাতে রয়েছে। সাথে সাথে রয়েছে এ সত্যের ঘোষণা ঃ

درد با دادی ودر مانی ینوز

দিয়েছ তুমিই প্রাণে যত ব্যথা
উপশমও তুমি করিবে কো তা
(তুমি ছাড়া আর আছেই বা কে
এই অগতির গতি ?
হে মহামহিম জগতের পতি!)

১. উপরোক্ত রচনাংশ ভূমিকা লেখকের 'সীরতে মুহাম্মদী দু'আয়োঁকে আয়েনে মেঁ' শীর্ষক পুস্তিকা থেকে নেয়া।

তারপর মানবতার নবী দু'আয় মানবীয় প্রয়োজনাদিরও এমন পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষ সর্বযুগে সর্বস্থানে এসব দু'আর মধ্যে নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি, নিজের অবস্থার প্রতিনিধি এবং নিজের স্বস্তির অবলম্বন খুঁজে পাবে। এসব দু'আয় তারা এমন সব প্রয়োজনের কথা খুঁজে পাবে, যেগুলোর দিকে সহজে সকলের খেয়াল যাওয়া মুশকিল।[১]

এসব সত্যই মা'আরিফুল হাদীসের ৫ম খণ্ডের ভূমিকা লেখার সৌভাগ্য আমার হচ্ছে- তাতে অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে সহজবোধ্য করে অত্যন্ত সহজ-সরল ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এর ভিত্তি হাদীসের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য রত্নভাণ্ডার। যতদূর সম্ভব হাদীসের সহীহ কিতাবসমূহ এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ, ভাষ্য, পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কিরামের তাহরীক-গবেষণা এবং নিজের দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঙ্কলক এ কিতাবখানা সঙ্কলন করেছেন। এ কেবল সহীহ হাদীসসমূহের একখানা প্রয়োজনীয় তরজমা ও টিকাটিপ্পনীই নয়, বরং এমন একজন আলেমের হাদীসজ্ঞান, তার চিন্তা-গবেষণা এবং প্রজ্ঞার ফসল, যিনি হাদীসশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য অথরিটি স্থানীয় উস্তাদদের কাছে (যাঁদের মধ্যে শেষ যুগের শ্রেষ্ঠস্থানীয় মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)-এর নাম সবার শীর্ষে রয়েছে) অত্যন্ত শ্রম ও মনোনিবেশ সহকারে হাদীস শিক্ষা করে তারপর বছরের পর বছর তা বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষা দিয়েছেন, হাদীসের ভাষ্যকারগণের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ থেকে ও তাদের মূল্যবান গবেষণা থেকে উপকৃত হয়েছেন, শিক্ষা সমাপনের পর সংস্কার সংশোধন এবং পুস্তকাদি রচনাও সঙ্কলনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এবং এভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর দেল দেমাগ, মন-মানসিকতা ও তাদের বোধ ও প্রয়োজন সম্পর্কে চুলচেরা জানবার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ (লোকের সাথে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুপাতে কথা বল) এই উপদেশ ও হিদায়াত এবং তাঁর উপর আমল করার তাওফীক হয়েছে।

তারপর রুচিগত দিক থেকে এ খণ্ডের প্রতিপাদ্য যিক্‌র ও দু'আর সাথে আল্লাহ তা'আলা শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকে এমনি একাত্মতা ও সুসম্পর্ক দান করেছেন যে, তার ফলশ্রুতিতে এ কেবল গ্রন্থকারের জ্ঞান ও চিন্তার ফসল হয়েই থাকেনি, বরং এটা তার মজ্জাগত ও স্বভাবজাত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে, যা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ দান— তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে লেখনী ধারণের যোগ্যপাত্র। কোনরূপ স্তুতিবাদ ও তোষামোদ না করেই নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, এ ব্যাপারে তার প্রচেষ্টা অত্যন্ত সার্থক হয়েছে। ফলে এ বিষয়ে উর্দু ভাষার এমনি

১. এ অংশটি ভূমিকা লেখকের 'সীরতে মুহাম্মদী দু'আয়োঁকে আয়েনে মে' পুস্তিকা থেকে নেয়া।

একখানা ব্যাপক, উপাদেয়, মনোজ্ঞ এবং কার্যকর কিতাব প্রস্তুত হয়ে গেছে, যা হাজার হাজার পৃষ্ঠার বিশাল কলেবর কিতাবসমূহের সারনির্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা মাওলানাকে যেরূপ সিদ্ধান্তকর ও মাপাজোঁকা কথা বলার যোগ্যতা দান করেছেন, তা তার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নামসমূহ, এগুলোর হিকমত ও রহস্যাদি এবং সালাত ও সালাম তথা দরূদ শরীফ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তা এ কিতাবের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরূদ ও সালামের হিকমত সম্পর্কে এ কিতাবে লিখিত বক্তব্যসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান। এগুলো অনেক অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী রচনার তুলনায় অগ্রগণ্য।[১] এ প্রসঙ্গে ال তথা আহলে বায়ত প্রসঙ্গে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য তিনি রেখেছেন-যাতে সবদিক রক্ষা পেয়েছে।[২]

এ কিতাবখানার একটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে এই যে, এতে হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর তাহকীক-গবেষণাকে সিদ্ধান্তকর বক্তব্যরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-কে আল্লাহ তা'আলা সংস্কার সাধন এবং ইজতিহাদ তথা চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে যে উচ্চ আসন দান করেছিলেন, দ্বীনের হিকমত ও হাদীস জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞার অধিকারী করেছিলেন এবং তার তাহকীক-গবেষণার মধ্যে যুগজিজ্ঞাসার যে সুষ্ঠু জবাব রয়েছে তা কোন জ্ঞানী-গুণী ও সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরই অজানা নেই। এর ফলে কিতাবখানির উপাদেয়তা ও নির্ভরযোগ্যতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শাহ্ সাহেব ছাড়াও তিনি হাফিয ইব্ন কাইয়েম (র) শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া এবং হাফিয ইব্ন হজর আসকালানী (র) বিশেষত তাঁর অনুপম গ্রন্থ 'ফাৎহুল বারী' থেকে পুরাপুরী সাহায্য নিয়েছেন। এভাবে এ কিতাবখানা ঐসব পাঠকদেরকে পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণ এবং উম্মতের মুহাক্কিক-তত্ত্বজ্ঞানী আলিমগণের গবেষণা কর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সাথে পরিচিত করছে, যাদের অধ্যয়ন উর্দু ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এভাবে এ কিতাবখানি বর্তমান প্রজন্ম এবং পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কিরামের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করছে।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন মুসলমানদেরকে এ উপাদেয় সিরিজ, বিশেষত এ খণ্ডটি থেকে, যা নির্ভেজাল আমলী এবং যওক সমৃদ্ধ থেকে উপকৃত হওয়ার এবং যিক্‌র ও দু'আর বহুমূল্য সম্পদ হাসিলের এবং এগুলির কল্যাণে আল্লাহ তা'আলার সাথে সত্যিকারের প্রাণবন্ত ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের তাওফীক প্রদান করেন।

আবুল হাসান আলী নদভী

---

১. দেখুন মূল কিতাবের ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

২. দেখুন মূল কিতাবের ৩৮৫ পৃষ্ঠা।

সঙ্কলকের মুখবন্ধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
حَمْدًا وَسَلَامًا

এমনি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হায়াতে তাইয়েবার প্রতিটি দিক এবং তাঁর হিদায়াত ও শিক্ষার প্রতিটি অধ্যায় আর বিভাগ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের এক একটি উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ; কিন্তু এক বিবেচনায় একটি বিশেষ দিক অনন্য সাধারণ আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার মা'রিফত, তাঁর মহব্বত ও খাশিয়ত (ভয়), ইখবাত ও ইনাবত (তাঁর দিকে রুজূ হওয়া), তাঁর রহমত এবং জালাল ও জাবারুত তথা প্রবল প্রতাপের কথা সব সময় স্মরণ পটে জাগরুক রাখা এবং যিক্‌র ও দু'আর আকারে তার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক, যার আন্দাজ-অনুমান তার মুখনিঃসৃত প্রাত্যহিক বিভিন্ন সময়ের দু'আ ও যিক্‌রের দ্বারা করা যায়, যার শিক্ষা তিনি অন্যদেরকেও দান করতেন। সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তী যুগের হাদীসের রাবীগণ তাঁর এ মূল্যবান উত্তরাধিকারের হিফাযতও শব্দে শব্দে সংরক্ষণ অনেকটা ঠিক সেরূপই করেছেন, যেমনটা তাঁরা করেছেন কুরআন শরীফের সংরক্ষণের ব্যাপারে। এজন্য আলহামদুলিল্লাহ্। এ গোটা সম্ভারই আজ পর্যন্ত অক্ষত ও সুসংরক্ষিত রয়েছে। এটা তাঁর সেই জীবন্ত মু'জিযা যা তার পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আজো দেদীপ্যমান, যা প্রত্যক্ষ করে এবং যে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে প্রত্যেকটি সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই চাইলে আজো তাঁর নবুওয়াত ও রিসালত সম্পর্কে সেই প্রত্যয় ও তুষ্টি লাভ করতে পারে- যা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর 'উসওয়ায়ে হাসানা' তথা উত্তম আদর্শ লক্ষ্যে হাসিল করা যেতো।

এ লেখকের যখনই এমন কোন অমুসলিম ব্যক্তির সাথে আলাপের সুযোগ হয়েছে যার সম্পর্কে ধারণা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এ বান্দা নিখুঁত রুচির অধিকারী এবং এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালত ও নবুওয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে আগ্রহী, তখন সর্বপ্রথম আমি তাঁর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের এ দিকটিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সর্বপ্রথম আমি সে সর্বময় স্বীকৃত সত্যটি তাঁর সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এমন এক পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও প্রতিপালিত হন, যেখানে আল্লাহ্‌র মা'রিফতের নামগন্ধ পর্যন্ত ছিল

না, যেখানে শিরক কুফর ও আল্লাহ বিমুখেতার ঘোর অন্ধকার ছেয়ে ছিল। তারপর তিনি আদৌ কোন লেখাপড়াও শিখেননি, এবং 'উম্মী' বা নিরক্ষরই রয়ে যান অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের মত একেবারেই নিরক্ষর রয়ে যান, এজন্যে কোন বই-পুস্তক বা লিখিত সম্ভার থেকে উপকৃত হওয়ারও তাঁর কোন উপায় ছিল না। সে হিসাবে মানব প্রকৃতির সাধারণ অভিজ্ঞতায় তাঁর যে হালচাল হওয়ার কথা, তা অনুমান করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তারপর আমি তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি, তাসবীহ, তাওয়াক্কুল, তাঁর কাছে আত্মনিবেদন ও ক্ষমাপ্রার্থনামূলক তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়া দু'আসমূহের তরজমা করে শুনিয়ে দেই এবং আল্লাহ্‌র দেয়া তাওফীক অনুযায়ী তার কিছু ব্যাখ্যাও শুনিয়ে দেই এবং বলি যে, এবার আপনি অন্ধভক্তি বা অহেতুক বৈরিতা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন-মগজ নিয়ে একটু ভেবে দেখুন এবং বলুন তো, আল্লাহ তা'আলার এ মা'রিফত, তাঁর জালাল ও জাবারুত (প্রতাপ-প্রতিপত্তি) এবং তাঁর রহমতের ব্যাপারটি তাঁর মনে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি-যা তাঁর এসব দু'আতে বিধৃত হয়েছে, যা আপনি নিজেও অনুভব করলেন, তা কোত্থেকে এলো ? আমি তাঁকে বলি, সকল প্রকার হঠকারিতা থেকে মুক্ত ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এসবই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুকম্পায় ওহী ও ইলহাম যোগে তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া এর আর কোন ব্যাখ্যাই ধোপে টিকে না।

এ লেখকের শতকরা এক শ' ভাগ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যার সম্মুখেই এ কথাগুলো এভাবে উপস্থাপনের সুযোগ হয়েছে, সে ব্যক্তিই কমপক্ষে তাঁর অনন্য সাধারণ আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের স্বীকারোক্তি অবশ্যই করেছেন, এদের মধ্যে কারো কারো ইসলাম গ্রহণের তাওফীকও জুটেছে এবং তাঁরা অকুণ্ঠে তাঁকে আল্লাহ্‌র নবী বলে তার ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর অনুসারী দলভুক্ত হয়ে পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

এ অভিজ্ঞতা তো অমুসলিমদের ব্যাপারে হয়েছে এবং বার বারই হয়েছে। স্বয়ং নিজের অবস্থা হচ্ছে এই যে, শয়তান যদি কখনো কোন সংশয়-সন্দেহের ওসওয়াসা নিয়ে হাযির হয়, তাকে নিজের ঈমানের নবায়ন এবং ঈমানের لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ওয়ালা আন্তরিক অবস্থা অর্জনের জন্যেও আমি এ নোসখাই ব্যবহার করে থাকি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত দু'আ ও যিক্‌রসমূহে চিন্তামগ্ন হই। আলহামদুলিল্লাহ, এতে সকল ওসওয়াসাই কর্পূরের মত উবে যায় এবং অন্তরে এক অনাবিল শান্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় অনুভব করি।

এছাড়াও কিতাবুল্লাহ এবং নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহের আলোকে এটা একটা সর্বজন বিদিত সত্য যে, উম্মত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে দীন ও শরীয়তরূপী যে বিরাট নিয়ামত লাভ করেছে, তার প্রতিটি শাখায় যিক্‌র ও দু'আর

স্থান হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য ও মগজের। এমন কি সালাত ও হজ্জের মত উচ্চতর ইবাদতসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য এবং প্রাণ হচ্ছে যিক্‌র ও দু'আ। অধিকন্তু বলা হয়েছে যে, বান্দার কোন আমল বা তার কোন কুরবানী দুনিয়াতে যতই বড় বিবেচিত হোক না কেন, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা দু'আ ও যিক্‌রের সমতুল্য নয়; বরং যেরূপ কোন খাবার পেটের জন্যে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে লবণাক্ততা, মিষ্টি বা টকের সংমিশ্রণ না ঘটে, ঠিক সেরূপ আল্লাহ্‌র কাছে কোন আমল ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না, যাবৎ তাতে যিক্‌র ও দু'আর উপাদান মিশ্রিত না হয়।[১]

তারপর এটাও একটি সর্বজন বিদিত ও সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, যিক্‌র ও দু'আ আল্লাহ তা'আলার খাস নৈকট্য এবং বিলায়েতের মকাম হাসিলের একটি অতীব বিশেষ মাধ্যম এবং উম্মতের মধ্যকার যে লাখ লাখ কোটি কোটি বান্দার এ সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, তাঁদের জীবনে যিক্‌র ও দু'আর উপাদান অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রবল।

যিক্‌র ও দু'আর এ বিভাগটির এই বিশেষ গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্যের প্রেক্ষিতে মনের বড় বাসনা ছিল যে, 'মা'আরিফুল হাদীস' সিরিজে আয্‌কার ও দাওয়াত (যিক্‌র ও দু'আ-বহুবচনে) সংক্রান্ত হাদীসসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার খিদমতটুকুও যদি আল্লাহ তাঁর এ বান্দা থেকে নিতেন! এ মহান আমলটুকুও যদি এ বান্দার আমলনামায় লিখিত হয়ে যেতো! আলহামদুলিল্লাহ্! এ আরজুটুকুও পূর্ণ হয়ে গেল এবং চার শতাধিক পৃষ্ঠার এ 'কিতাবুল আয্‌কার ওয়াদ দাওয়াত' ও তৈরি হয়ে গিয়েছে।

আমি আমার এ হালটুকু প্রকাশ করাও সমীচীন বোধ করি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ তওফীকের জন্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। হায়, যদি আমি মহান নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে সমর্থ হতাম। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

"আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতের প্রেক্ষিতে বান্দাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।"

আমি গুনাহগারের দয়াময় প্রতিপালকের দরবারে পূর্ণ আশা রয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ এ কিতাবখানা আমার জন্যে এবং এর অগণিত পাঠকদের জন্যে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ মীরাসের কদর করবেন এবং তা থেকে উপকৃত হবেন, যা এতে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাতের খাস ওসীলাস্বরূপ হবে।

اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ.

১. অচিরেই মূল কিতাবের প্রথম দিকেই পাঠক সে সব আয়াত ও হাদীস পাঠ করতে পারবেন, যদ্বারা দু'আ ও যিক্‌র সংক্রান্ত এসব কথা তারা জানতে পারবেন।

এ খণ্ড সম্পর্কে কিছু জরুরী গুযারিশ

১. এ জিলদে যিক্‌র ও দু'আ সংক্রান্ত ৩২২ খানা হাদীসের ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। প্রথম জিলদসমূহের ন্যায় এ জিলদের হাদীসসমূহও বেশির ভাগ 'মিশকাতুল মাসাবীহ' এবং 'জামউল জাওয়ামে' (مشكوة المصابيح وجمع الجوامع) থেকে নেয়া হয়েছে। কিছু হাদীস কানযুল উম্মাল (كنز العمال) থেকেও নেয়া হয়েছে। বরাত দেয়ার ব্যাপারে এসব কিতাবের উপরই নির্ভর করা হয়েছে। কিছু কিছু হাদীস সরাসরি সহীহ বুখারী (صحيح بخارى) সহীহ মুসলিম (صحيح مسلم) জামে' তিরমিযী (جامع ترمذى) সুনানে আবূ দাউদ (سنن ابو داوود) প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও নেয়া হয়েছে।

২. যে সব হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে নেয়া হয়েছে, সেগুলোর রিওয়ায়াত অন্যান্য হাদীসের কিতাবে থাকলেও 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ'-এর অনুসৃত পদ্ধতি মুতাবেক বরাতে কেবল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছে শেষ গুযারিশ ও ওসিয়ত

প্রথম চার জিলদের ভূমিকায়ও বলে এসেছি এবং এখনও বলছি, হাদীসে নববী কেবল জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি এবং জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই পাঠ করবেন না, রাসূল (সা)-এর সাথে ঈমানী সম্পর্ককে সতেজকরণ এবং হিদায়াত হাসিল ও আমলের নিয়তেই পাঠ করবেন। উপরন্তু তা পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বতকে অন্তরে জাগরূক করবেন এবং এতটা আদব ও সম্ভ্রমের সাথে হাদীসগুলি পাঠ করবেন, যেন রাসূল (সা)-এর মুবারক মজলিসে আমরা উপস্থিত। তিনি নিজে বলে যাচ্ছেন আর আমরা তা শুনে যাচ্ছি!

যদি এমনটি করতে পারেন, তা হলে কলব ও রূহের মধ্যে সে নূর ও বরকত এবং ঈমানী আবেগ-অনুভূতির কিছু না কিছু ভাগ অবশ্যই আপনার নসীব হবে, যা হাসিল হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর যুগের সেই সৌভাগ্যবানদের, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নবী দরবার থেকে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত যাওয়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন।

সর্বশেষে আল্লাহ্‌রই প্রশংসা এ খিদমতের সুসমাপ্তির জন্যে তাঁর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করছি। ভুল-ত্রুটি ও গুনাহসমূহ থেকে তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর বান্দাদের দু'আর মুখাপেক্ষী ও দু'আ ভিখারী—

মুহম্মদ মনযূর নু'মানী

মা'আরিফুল হাদীস

(পঞ্চম খণ্ড)

كتاب الاذكار والدعوات

(কিতাবুল আয্‌কার ওয়াদ-দাওয়াত)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً.

"হে ঈমানদারগণ! (অন্তর ও রসনার মাধ্যমে) আল্লাহ্‌কে বহুলভাবে স্মরণ কর এবং (বিশেষত) সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।"

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"(নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্যে আল্লাহ্‌র ধরপাকড় ও শাস্তি থেকে) ভীতির সাথে এবং (তাঁর রহম ও করমের) আশায় আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ জানাও! আল্লাহ্‌র রহমত নিঃসন্দেহে সৎকর্মশীল বান্দাদের নিকটেই রয়েছে।" (আল-আ'রাফ ঃ ৫৬)

'মা'রিফুল হাদীছ' 'কিতাবুৎ-তাহারাত'-এর একেবারে শুরুতেই 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'-এর বরাতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এই তত্ত্ব জানিয়ে দিয়েছেন যে, কল্যাণ ও সৌভাগ্যের যে রাজপথের দিকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন, (যার নাম হচ্ছে শরীয়ত) যদিও তার অনেক তোরণদ্বার রয়েছে এবং প্রত্যেক তোরণদ্বারের অধীন শত শত হাজার হাজার আহকাম রয়েছে, কিন্তু এগুলোর এ প্রাচুর্য সত্ত্বেও এসব নীতিগতভাব মোটামুটি চারটি শিরোনামের অধীনে এসে যায় ঃ ১. তাহারাত ২. ইখবাত ৩. সামাহাত ৪. আদালত।

এতটুকু লেখার পর শাহ সাহেব (র) এ চারটির প্রত্যেকটির গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তা পাঠ করলে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিঃসন্দেহে শরীয়ত ঐ চারটি শাখায়ই বিভক্ত।

মা'আরিফুল হাদীছ তৃতীয় জিলদে 'ফিতাবুৎ তাহারাত' এর শুরুতে হযরত শাহ্ সাহেব (র)-এর সেই বক্তব্যের শুধু ততটুকু অংশই সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল-যাতে তিনি তাহারাত বা পবিত্রতার মূলতত্ত্ব বর্ণনা করেছিলেন।

ইখবাত-এর মৌলতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি যা কিছু লিখেছেন, তা সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে বলা যায় ঃ

"বিস্ময়, ভীতি ও মহব্বত এবং সন্তুষ্টি কামনা ও অনুগ্রহ প্রার্থনার স্পীরিটের সাথে আল্লাহ যুল-জালাল ও জাবারুতের হুযুরে যাহির ও বাতিনের দ্বারা নিজের বন্দেগী, দীনতা, মুখাপেক্ষিতা ও ভিখারীপনার অভিব্যক্তি ঘটানোই হচ্ছে ইখবাত।"

এরই অপর বিখ্যাত শিরোনাম বা পরিচিতি হচ্ছে ইবাদত। আর এটাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির বিশেষ উদ্দিষ্ট ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ

"জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।"

হযরত শাহ্ সাহেব (র) সৌভাগ্যের উক্ত চারটি শাখা সম্পর্কে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা-এর মকসদ ২-এ 'আবওয়াবুল ইহসান' অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেন ঃ

"ঐগুলির প্রথমটি অর্থাৎ তাহারাত অর্জনের জন্যে ওযু-গোসল প্রভৃতির হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়টা অর্থাৎ 'ইখবাত' হাসিলের ওসীলা হচ্ছে নামায, আয্কার ও কুরআন মজীদ তিলাওয়াত।"[১]

বরং বলা যায়, যিক্রুল্লাহ তথা আল্লাহ্র স্মরণই ইখবাতের বিশেষ ওসীলা স্বরূপ আর নামায, তিলাওয়াত এবং অনুরূপভাবে দু'আও এর বিশেষ বিশেষ রূপ।

মোদ্দা কথা, নামায, যিক্রুল্লাহ, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত এ সবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই মুবারক গুণ অর্জন ও তার পূর্ণতা বিধান, যাকে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (র) 'ইখবাত' বলে অভিহিত করেছেন। এজন্যে এ সবই একই পর্যায়ভুক্ত।

নামায সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসসমূহ এবং তাঁর বাণী ও অভ্যাস বা আচরিত পন্থা সম্পর্কে আল্লাহ্র তওফীক অনুযায়ী এ সিরিজের তৃতীয় জিলদে উপস্থাপিত হয়েছে। যিক্র, দু'আ ও তিলাওয়াত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ এখন এই পঞ্চম জিলদে পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা এ গুনাহগার লিখককে, সহৃদয় পাঠকবর্গকে তার উপর আমল করার এবং এগুলো থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

---

১. আবওয়াবুল ইহসান, হুজ্জাতুল্লাহি বালিগা, জিলদ ২, পৃ. ৬৭।

আল্লাহ্‌র যিক্‌রের মাহাত্ম্য এবং এর বরকতসমূহ

যেমনটি উপরে বলা হয়েছে, যিক্‌রুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র যিক্‌র শব্দটি ব্যাপক অর্থে সালাত (নামায), কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ ও ইস্তিগফার সবকিছুর ব্যাপারেই প্রযোজ্য এবং এসব হচ্ছে যিক্‌রুল্লাহ্‌রই বিশেষ বিশেষ রূপ। কিন্তু বিশেষ অর্থে যিক্‌রুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ-তাকদীস তথা মাহাত্ম্য বর্ণনা তাওহীদ-তামজীদ, তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা এবং তাঁর পূর্ণতার গুণ বর্ণনা ও ধ্যান করা। পারিভাষিক অর্থে একেই যিক্‌রুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র যিক্‌র বলা হয়ে থাকে। সম্মুখে বর্ণিতব্য কোন কোন হাদীছের দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, এই যিক্‌রুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং ঊর্ধ্বজগতের সাথে তার সম্পর্কের খাস ওসীলা স্বরূপ।

শায়খ ইবনুল কাইয়েম (র) তাঁর 'মাদারিজুস সালিকীন' (مدارج السالكين) নামক গ্রন্থে যিক্‌রুল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং তার বরকতসমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং আত্মার উৎকর্ষ বিধায়ক বর্ণনা দিয়েছেন। তার একাংশের সংক্ষিপ্ত সার আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। বর্ণিতব্য হাদীসসমূহে যিক্‌রুল্লাহ্‌র যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হবে, শায়খ ইব্‌ন কাইয়েম (র) লিখিত উক্ত বক্তব্যটি পাঠের পর তা অনুধাবন করা ইনশাআল্লাহ অনেকটা সহজ হবে। তিনি লিখেন ঃ

"কুরআন মজীদে যিক্‌রুল্লাহ্‌র তাকিদ ও উৎসাহদানের যে দশটি শিরোনাম পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

১. কোন কোন আয়াতে ঈমানদারগণকে তাকিদসহকারে তার আদেশ দান করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً

"হে ঈমানদারগণ, বহুল পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে।" (সূরা আহ্‌যাব, ষষ্ঠ রুকূ')

অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً (الاعراف ٢٤)

মনে মনে এবং কান্নাকাটি করে ও ভয়ের সাথে তোমার প্রভুর যিক্‌র করবে।" (আ'রাফ রুকূ' ২৪)

২. কোন কোন আয়াতে আল্লাহকে বিস্মৃত হতে এবং তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হতে কঠোরভাবে মানা করা হয়েছে। এটাও যিক্‌রুল্লাহর তাকিদেরই একটা ধরন। বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْغَافِيْنَ

"এবং তোমরা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (আল আ'রাফ ঃ ২৪তম রুকূ')

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ (الحشر-٢٤)

"এবং তোমরা তাদের অনুর্ভুক্ত হয়োনা, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে (ফলশ্রুতিতে) আল্লাহ্‌ও বিস্মৃত করিয়ে দিয়েছেন তাদের নিজেদেরকে" অর্থাৎ আল্লাহ বিস্মৃতির পরিণতিতে তারা হয়েছে আত্মবিস্মৃত। (আল-হাশর ৩য় রুকু)

৩. কোন কোন আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাফল্য নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রচুর যিক্‌রের সাথে। বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"বহুল পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে, যাতে করে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারো।" (সূরা জুমুআ ২য় রুকু)

৪. কোন কোন আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যিক্‌র ওয়ালা বান্দাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যিক্‌রের বিনিময়ে তাদের সাথে রহমত ও মাগফিরাতের খাস মুআমেলা করা হবে এবং তাদেরকে বিপুল বিনিময় প্রদানে ধন্য করা হবে। তাই সূরা আহযাবে ঈমান ওয়ালা নারী-পুরুষ বান্দাহদের অন্যান্য গুণাবলীর সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

"আর আল্লাহ্‌র প্রচুর পরিমাণে যিক্‌রকারী নারী-পুরুষ বান্দাগণ–আল্লাহ্‌র তা'আলা তাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন মাগফিরাত ও বিরাট ছওয়াব।"

৫. অনুরূপভাবে কোন কোন আয়াতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যারা দুনিয়ার বাহার ও স্বাদে-ভোগে নিমগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাবে, তারা ব্যর্থকাম হবে। যেমন সূরা মুনাফিকুনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ. (المنا فقون ع ٢)

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফেল করে না দেয়। যারা এরূপ গাফলতে নিমগ্ন হবে, তারাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।" (আল-মুনাফিকূন রুকূ'-২)

এই তিনটি শিরোনাম্‌ও যিক্‌রুল্লাহর তাগিদ ও উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কার্যকরী।

৬. কোন কোন আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বান্দারা আমাকে স্মরণ করবে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করবো ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ. (بقرة ع ١٨)

"হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তা হলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো, তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করবে এবং না-শুকরী করবে না।" -(বাকারা ১৮তম রুকূ')

সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহী! বান্দার জন্য এর চাইতে বড় সাফল্য ও সৌভাগ্য আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক তাকে স্মরণ করবেন ও স্মরণ রাখবেন।

৭. কোন কোন আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র প্রত্যেক বস্তুর মুকাবিলায় গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব রাখে এবং তা এ বিশ্বজগতের সবকিছু থেকে উচ্চতর ও মর্যাদা সম্পন্ন।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (عنكبوت ع -٥)

"নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্‌র যিক্‌র প্রত্যেক বস্তু থেকেই উচ্চতর।" (আনকাবূত রুকূ'-৫)

নিঃসন্দেহে বান্দাহর ভাগ্যে যদি প্রতীতি জুটে তাহলে তার জন্য আল্লাহ্‌র যিক্‌র বিশ্বের সবকিছু থেকে উচ্চতর।

৮. কোন কোন আয়াতে অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমল প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করার হিদায়াত করা হয়েছে, যেন যিক্‌রুল্লাহই সে সব আমলের উপসংহার স্বরূপ হয়। যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِكُمْ. (النساء ع ١٥)

"ফলে তোমরা যখন সালাত সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং পার্শ্বদেশের উপর শায়িত অবস্থায়।"

(আন্ নিসা : রুকূ-১৫)

এবং বিশেষত জুমার নামায সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (الجمعة ع-٢)

যখন জুমার নামায সম্পন্ন করবে, তখন (অনুমতি রয়েছে যে,) তোমরা (মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজেদের কাজকর্ম উপলক্ষে) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধানে লিপ্ত হবে এবং সে অবস্থায়ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র বহুল পরিমাণে করবে- যাতে করে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারো।" (জুমুআ রুকূ-২)

এবং হজ্জ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤئَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا. (بقرة ع ٢٥)

"তারপর যখন হজ্জের মানাসিক বা রীতিসমূহ পালন করে ফারেগ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা স্মরণ করবে যেমনটি তোমরা (পারস্পরিক বড়াই করতে গিয়ে) তোমাদের পিতৃপুরুষের কথা স্মরণ ও উল্লেখ করে থাকো অথবা তার চাইতে ও বেশি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে।"(বাকারা ২৫তম রুকূ)

উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা জানা গেল যে, নামায ও হজ্জের মত উচ্চ দর্জার ইবাদতসমূহ থেকে ফারেগ হওয়ার পরও তার অন্তরে ও রসনায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র থাকা চাই এবং যিক্‌রই হবে তার আমলের ইতি স্বরূপ।

৯. কোন কোন আয়াতে যিক্‌রুল্লাহ্‌র তাকিত দেয়া হয়েছে এভাবে যে, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ব্যক্তি তারাই, যারা আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফিল হয় না। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, যারা আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফিল হয়, তারা দূরদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। যেমন সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকুতে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ. (ال عمران ع ٢٠)

নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিন-রাত্রির আবর্তনে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে যারা স্মরণ (যিক্‌র) করে আল্লাহকে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং তাদের পার্শ্ব দেশে শায়িত অবস্থায়।

(সূরা আলে ইমরান রুকূ-২০)

১০. কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় আমল যতই উচ্চ হোক না কেন, তার প্রাণ হচ্ছে যিক্‌রুল্লাহ। যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (طه ع -١)

"আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (সূরা তাহা রুকূ-১)

মানাসিকে হজ্জ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

انما جعل الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار لاقامة ذكر الله-

বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ এবং কঙ্কর নিক্ষেপ- এ সব যিক্‌রুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

জিহাদ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (انفال ع -٦)

"হে ঈমানদারগণ! যখন দুশমনদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হয় তখন তোমরা ধৈর্য-স্থৈর্য অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্‌র অধিক যিক্‌র করবে (আল্লাহকে স্মরণ করবে) যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার। (আনফাল রুকূ-৬)

একটি হাদীছে কুদসীতে আছে ঃ

ان عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه

"আমার বান্দা এবং পূর্ণ বান্দা সে-ই, যে তার শত্রুর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায়ও আমাকে স্মরণ করে।"

কুরআন ও হাদীছের এ সুস্পষ্ট বাণীগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, সালাত থেকে নিয়ে জিহাদ পর্যন্ত সমস্ত সৎ কর্ম বা আমালে সালেহের প্রাণ হচ্ছে যিক্রুল্লাহ বা আল্লাহ্র যিক্র। আর এই যিক্র তথা অন্তর ও রসনার দ্বারা আল্লাহ্র স্মরণই হচ্ছে বেলায়েতের পরওয়ানা স্বরূপ। যে এ পরওয়ানা লাভ করলো, সে সব পেয়েছি-এর পাওয়াটিই পেয়ে গেল আর যে এথেকে বঞ্চিত হলো, সে চিরবঞ্চিত ও পরিত্যক্তই রয়ে গেল। এই যিক্রুল্লাহ্ই হচ্ছে আল্লাহওয়ালাদের কালবের খোরাক এবং জীবন ধারণের অবলম্বন। যদি তাই তাদের না জুটে তা হলে তাদের দেহ তাদের কালবের জন্যে কবর স্বরূপ হয়ে যায়। যিক্র-এর দ্বারাই হৃদয়ের জগত আবাদ হয়েছে। যিক্র বিহনে হৃদয়ের সে জগত বিলকুল বিরান হয়ে যায়। যিকরের অস্ত্র দিয়েই তারা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রের দস্যু-তস্করদের সাথে যুদ্ধ করে থাকেন। এই যিক্রই তাদের জন্যে শীতল পানি স্বরূপ, যদ্বারা তারা বাতেনের আগুন নির্বাপিত করে থাকেন। এই যিক্রই তাদের ব্যাধির ওষুধ স্বরূপ। এ ওষুধ বিহনে তাদের অন্তর নির্জীব হয়ে যায়। এই যিক্রই তাদের এবং তাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের মধ্যকার সেতুবন্ধন স্বরূপ। কী চমৎকারই না বলেছেন কবি ঃ

اِذَا مَرِضْنَا تَدَا وَيْنَا بِذِكْرِكُمْ
فَنَتْرُكُ الذِّكْرَ اَحْيَانًا فَنَتَكَّسُ

যখন আমি হই পীড়িত ওষুধ হলো যিক্র তোমার
যখন যিক্র দেই কো ছেড়ে নামান্তর তা মরতে বসার।

আল্লাহ তা'আলা যেমন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব নিহিত রেখেছেন দৃষ্টি শক্তির মধ্যে, ঠিক তেমনি যিক্রকারী রসনা সমূহের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যও নিহিত রেখেছেন যিক্রের মধ্যে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার যিক্র থেকে গাফেল রসনা দৃষ্টিশক্তি হারা চোখ, শ্রবণশক্তি বঞ্চিত কান এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতের মতই নিষ্ক্রিয় ও বেকার।

যিক্রুল্লাহই সেই একমাত্র খোলা দরজা পথ, যে দরজা দিয়ে বান্দা হক তা'আলা জাল্লা শানুহুর দরবার পর্যন্ত অবলীলাক্রমে পৌঁছে যেতে পারে। আর যখন বান্দা আল্লাহ্র যিক্র থেকে গাফেল হয়ে যায়, তখন এ দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়। কী চমৎকারই না বলেছেন আরবী কবি ঃ

فَنِسْيَانُ ذِكْرِ اللّٰهِ مَوْتُ قُلُوْبِهِمْ
وَاَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُوْرِ قُبُوْرُ

وَاَرْوَاحُهُمْ فِىْ وَحْشَةٍ مِّنْ جُسُوْمِهِمْ
وَلَيْسَ لَهُمْ حَتّٰى النُّشُوْرِ نُشُوْرُ

আল্লাহ্র যিক্র থেকে গাফলতি মৃত্যু তাদের
কবরের আগেই দেহ সাজে যে কবর গহ্বর
দেহ মাঝে হৃদি তখন উসুখস্ করে নিরন্তর
পুনরুত্থান পূর্বে যেন জীবন আর নাই কেহ তাদের।

[মাদারিজুস সালিকীনে লিখিত শায়খ ইবনুল কাইয়েমের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ]

এ দীন লেখকের আরয হচ্ছে উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে যিক্রুল্লাহ্র তাকিদ ও উৎসাহ ব্যঞ্জক যে দশটি শিরোনাম বা ধারার বর্ণনা রয়েছে, কুরআন মজীদে এগুলো ছাড়াও অন্যভাবেও যিক্রুল্লাহ্র প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে ঃ

অন্তরসমূহ (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা রক্ষাকারী দেল ও রূহসমূহ) আল্লাহ্র যিক্রেই প্রশান্তি লাভ করে থাকে ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

যিক্রুল্লাহ্র তাছীর ও বরকত সম্পর্কে অপর একজন রব্বানী মুহাক্কিক ও সূফী ترصيع الجواهر المكية এর লেখক-এর কয়েকটি বাক্যের তরজমাও এর সাথে পড়ে নিন, তাহলে এ অধ্যায়ে আলোচিতব্য হাদীছগুলো অনুধাবনে তা বেশ সহায়ক প্রতিপন্ন হবে। তিনি বলেন ঃ

"কাল্বসমূহকে নূরানী বানানোর ব্যাপারে এবং মন্দ স্বভাবসমূহকে উত্তম স্বভাবে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে সমস্ত ইবাদত-বন্দেগীর চাইতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র।"

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.
(عنكبوت ع-٥)

"সালাত নিঃসন্দেহে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বারণ করে থাকে এবং আল্লাহ্র যিক্র নিশ্চিতভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ।" (আনকাবূত ঃ রুকূ-৫)

এবং অন্যান্য বুযুর্গগণ বলেন ঃ

"যিক্র অন্তর পরিষ্কার করার ব্যাপারে ঠিক সেরূপ কার্যকর, যেরূপ তামা পরিষ্কার ও ঘষা-মাজার ব্যাপারে বালু অত্যন্ত কার্যকর। আর অন্যান্য আমল এ ব্যাপারে তামা পরিষ্কারে সাবানের মত।" (তারসীউল জাওয়াহিরিল মক্কীয়া)

এ ভূমিকার পর এবার যিক্‌রুল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র হাদীসসমূহ পাঠ করুন!

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ. (رواه مسلم)

১. হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দারা যখন এবং যেখানে বসেই আল্লাহ্‌র যিক্‌র করুক না কেন, তখন সেখানেই ফেরেশতাগণ সর্বদিক থেকে এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলেন, রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে আর তাদের উপর শান্তিধারা নেমে আসে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র কিছু বান্দা কোথাও একত্রিত হয়ে যিক্‌র করার খাস বরকত রয়েছে। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (র) এ হাদীছেরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মুসলমানদের দলবদ্ধভাবে যিক্‌র ইত্যাদি করা রহমত, শান্তি ও ফেরেশতাদের নৈকট্যের খাস ওসীলা বিশেষ।" (হুজ্জাতুল্লাইল বালিগা ২য় জিলদ, পৃ. ৭০)

এ হাদীসে আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী বান্দাদের জন্যে চারটি খাস নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১. চতুর্দিক থেকে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলেন,

২. আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে আপন ছায়াতলে নিয়ে নেয়। এবং এ দু'টির ফলশ্রুতিতে তৃতীয় যে নিয়ামত তারা প্রাপ্ত হন তা হলো ঃ

৩. তাদের হৃদয়-মনে শান্তিধারা নেমে আসে আর এটা আল্লাহ্‌র এক মহান রূহানী নিয়ামত। এখানে শান্তিধারা বলতে এক বিশেষ ধরনের ও বিশেষ পর্যায়ের আত্মীক ও রূহানী শান্তি বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ দান হিসাবে প্রদত্ত হয়ে থাকে। আহলে সুলুক বা আধ্যাত্মবাদী মহলে যা 'জম্‌ইয়তে কল্‌বী' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। শান্তিধারা প্রাপ্ত ব্যক্তি এ বিশেষ নিয়ামতটির অস্তিত্ব অনুভব করে থাকেন।

৪. যিকিরকারীকে প্রদত্ত চতুর্থ বস্তু হচ্ছে, যা সর্বশেষে এ হাদীসটিতে উল্লেখিত হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণের নিকট যিক্‌রকারী বান্দাদের কথা উল্লেখ করেন। যেমন তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ দেখ, আদমেরই সন্তানদের মধ্যে আমার এ বান্দারাও রয়েছে, যারা আমাকে কোনদিন চোখে দেখেনি, অদৃশ্যভাবে আমার উপর ঈমান এনেছে। এতদসত্ত্বেও তাদের মহব্বত ও খাশিয়ত তথা অনুরাগ ও ভীতির কী অবস্থা! কত আগ্রহে উৎসাহে কত আকুতি নিয়ে হৃদয়-মন উজাড় করে আমার যিক্‌র করছে! নিঃসন্দেহে মালিকুল মুলক আহকামুল হাকিমীনের তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের কাছে আপন বান্দাদের সম্পর্কে এরূপ আলোচনা বা উল্লেখ করা এমনি একটি বড় ব্যাপার, যার চাইতে বড় কোন নিয়ামতের কথা কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা যেন এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না রাখেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে এ ইঙ্গিতও পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী বান্দা যদি আপন কলবে সকীনত বা শান্তিপ্রবাহের অস্তিত্ব অনুভব না করে (যা একটি অনুভব করার মত ব্যাপার) তা হলে বুঝতে হবে যে, এখনো সে যিক্‌রের ঐ স্তরে উপনীত হতে পারেনি, যে স্তরে পৌঁছলে এসব নিয়ামতের অঙ্গীকার রয়েছে; অথবা তার জীবনে এমন কিছু প্রতিবন্ধক রয়েছে, যা যিক্‌রের শুভ প্রভাব লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তার নিজের অস্থা সংশোধনের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। দয়ালু প্রভুর ওয়াদা সর্বাবস্থায় বরহক।

٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ اللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَالِكَ ؟ قَالُوْا اللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا غَيْرُهُ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدٌ بِمَنْزِلَتِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّىْ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ هٰهُنَا قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَاهَدَانَا لِلْاِسْلاَمِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللّٰهُ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَالِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذَالِكَ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ

اَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلٰكِنَّهُ اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ. (رواه مسلم)

২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত মুআবিয়া (রা) মসজিদে বসা একটি হল্কার কাছে এসে সে হল্কায় বসা লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদেরকে কিসে বসিয়েছে ? জবাবে তাঁরা বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্র যিক্র করতে বসেছি। হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তোমরা কেবল এ যিক্রের উদ্দেশ্যেই বসেছো- আর কোন উদ্দেশ্য নাই ? জবাবে তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র যিক্র ব্যতীত আমাদের বসার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন ঃ তোমাদের প্রতি কোন ভুল ধারণার বসে আমি তোমাদেরকে কসম দেইনি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমার যে পরিমাণ ঘনিষ্ঠতা ও নিকট সম্পর্ক, এমন কেউ তাঁর বরাতে আমার চাইতে কম হাদীস বর্ণনাকারী নেই, (অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় আমি সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি বিধায় আমার পর্যায়ের অন্যান্যদের তুলনার আমি অনেক কম হাদীস বর্ণনা করে থাকি। এখন আমি তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করছি এবং সে সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়েই তোমাদের নিকট থেকে কসম নিচ্ছি। হাদীসটি হচ্ছে এই যে,) রাসূলুল্লাহ (সা) একদা তাঁর সাহাবীদের একটি হল্কার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা এখানে কেন একত্রিত হয়ে বসেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ আমরা আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তিনি যে আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন এবং ঈমান-ইসলামের তাওফীক দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন, সে জন্য আমরা তাঁর স্তুতিবাদ করছি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আপনারা কি কেবল এজন্যেই বসেছেন ? জবাবে তাঁরা বললেন ঃ আমি আপনাদের প্রতি কোন সন্দেহের বশে কসম দেইনি, বরং আমার কাছে এইমাত্র জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে জানালেন যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত গর্বের সাথে ফেরেশতাদের কাছে আপনাদের কথা উল্লেখ করছেন। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্র কিছু সংখ্যক বান্দার একত্রিত হয়ে ইখলাস বা আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর আলোচনা ও স্ববস্তুতি করা আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত পসন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস ফেরেশতাদের কাছে তাঁর এমন বান্দাদের জন্য গর্ব প্রকাশ করেন এবং এজন্যে তাঁর নিজ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ

হে আল্লাহ ঃ আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন!

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ. (رواه البخارى)

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ বান্দা যখন আমার যিক্র করে এবং তার ওষ্ঠদ্বয় আমার স্মরণে নড়াচড়া করে, তখন আমি তার সাথেই থাকি। (সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলার একটি সঙ্গ হচ্ছে এমন, যা বিশ্ব জাহানের ভাল-মন্দ উত্তম অধম মুমিন-কাফির সকলেই ভোগ করে। এ সঙ্গ থেকে কেউই কোন সময় বঞ্চিত বা দূরে নয়। আল্লাহ প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি সবসময় সর্বত্র হাযির-নাযির। তাঁর অপর সঙ্গটি হচ্ছে তাঁর সন্তুষ্টি ও কবুলিয়তের সঙ্গ। এ হাদীসে কুদসীতে যে সঙ্গের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই দ্বিতীয়োক্ত সন্তুষ্টি ও কবূল হওয়ার সঙ্গ। হাদীসের মর্ম হচ্ছে, বান্দা যখন আমার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্য যিক্র করে, তখন সাথে সাথেই সে তা প্রাপ্ত হয়। সে যখন আমার নৈকট্য কামনায় যিক্র করে, তখন আমি কালবিলম্ব না করেই তাকে আমার নৈকট্য ও সঙ্গ দান করি। এভাবে সে দৌলত সে নগদ নগদ লাভ করে যার জন্যে সে যিক্র করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সেই দৌলতের চাহিদা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন! সে আগ্রহ ও উৎসাহ আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করুন এবং সে দৌলত আমাদেরকে নসীব করুন!

٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِنْهُ. (رواه البخارى ومسلم)

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার প্রতি সেরূপই করে থাকি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার একেবারে নিকট সঙ্গী হয়ে যাই, সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর সে যদি অন্যদের সম্মুখে অর্থাৎ মজলিসে আমাকে স্মরণ করে,

তাহলে আমিও তাকে তার চাইতে উত্তম বান্দাদের মজলিসে স্মরণ করি। অর্থাৎ ফেরেশতাদের সম্মুখে বা তাদের মজলিসে -(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রথম বাক্য (اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ) এর মর্ম হচ্ছে এই যে, বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা বা বিশ্বাস পোষণ করবে, আমার কাজ-কারবার তার সাথে ঠিক সেরূপই হবে। উদাহরণ স্বরূপ সে যদি আল্লাহকে রহীম ও করীম তথা পরম দয়ালু ও দাতা বলে ধারণা পোষণ করে, তাহলে সত্যি সত্যি সে তাঁকে পরম দয়ালু ও দাতারূপেই পাবে। এ জন্যে বান্দার উচিত আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল বা কাজ করে যাওয়া। হাদীসের শেষ অংশে যা বলা হয়েছে, তার মর্ম হচ্ছে, বান্দা যদি নির্জনে-নিভৃতে এমনভাবে আমাকে স্মরণ করে যে, সে এবং আমি ব্যতীত আর কেউই তা ঘূণাক্ষরে জানতে পায় না, তাহলে আমার বদান্যতাও তার প্রতি সঙ্গোপনে হয়ে থাকে। ফার্সী কবির ভাষায় ঃ

میاں عاشق ومعشوق چه رمزیسیت
کراما کاتبین راهم خبر نیست

-প্রেমিক আর প্রেমাস্পদের থাকে কত গোপন ভেদ,
কেরামান কাতিবীনও করতে পারে না ভেদ।

আর যখন অপরের সম্মুখে বা মজলিসে আমাকে স্মরণ করে বা আমার কথা আলোচনা করে (দাওয়াত ও ইরশাদ তথা ওয়ায-নসীহতও যার অন্তর্ভুক্ত) তখন ঐ বান্দার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা আমি ফেরেশতাদের সম্মুখেও উল্লেখ করে থাকি। তারপর ঐ বান্দা ফেরেশতাদের কাছেও আদরণীয় ও বরেণ্য হয়ে উঠে এবং এ দুনিয়ায়ও সে সর্বজনপ্রিয় ও সর্বজন বরেণ্য হয়ে উঠে।

আল্লাহ্র এ নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ অনেক কামেল ওলী-আল্লাহদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তাঁরা আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত মকবূল এবং বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার লোকজন তাঁদেরকে চিনতেই পারে না। আর যাঁদের আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের কথা সর্বজন বিদিত হয়ে থাকে, দুনিয়ায়ও তারা সর্বজন বরেণ্য হয়ে উঠেন।

٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلٰى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيْرُوْا هٰذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ (رواه مسلم)

৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সফরে মক্কা মুকাররিমার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে জামদান নামক পাহাড়টি পড়লে তিনি বললেন ঃ এটি জামদান পাহাড়, মুফাররিদগণ বাজীমাত করে ফেললো। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, মুফাররদগণ কারা (ইয়া রাসূলাল্লাহ!)? জবাবে তিনি বললেন ঃ বহুল পরিমাণে আল্লাহ্র যিক্রকারী পুরুষ ও যিক্রকারী নারীগণ। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ জামদান হচ্ছে মদীনা শরীফ থেকে নিকটে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি পাহাড়। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, যমীনের যে অংশেই আল্লাহ্র যিক্র হয়ে থাকে, সে অংশই তা' অনুভব করে থাকে। তাই এক হাদীসে এসেছে যে, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে জিজ্ঞেস করে, আজ আল্লাহ্র কোন যিক্রকারী বান্দা কি তোমার উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে ? যখন সে পাহাড় বলে যে হাঁ, অতিক্রম করেছে তখন সে বলে, তোমাকে মুবারকবাদ! এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জামদান পাহাড় দিয়ে অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, আল্লাহ্র অধিক যিক্রকারী নারী-পুরুষ বান্দাহগণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং কবূলিয়তের উচ্চ মর্যাদা লাভ করে উচ্চাসনে আসীন হয়েছেন, তখনই তিনি বলেছেন ঃ মুফাররিদগণ বাজীমাত করে নিয়েছে। মুফাররিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে সকলের নিকট থেকে আলাদা, একাকী ও হাল্কা করে নিয়েছে। এর দ্বারা ঐসব ব্যক্তি বুঝায় যারা আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি কামনায় নিজেদেরকে পৃথিবীর ঝামেলা থেকে হাল্কা করে নেন এবং অন্য সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল আল্লাহ্রই হয়ে যান। এটাই মাকামে তাফরীদ বা অনন্যতার স্তর আর কুরআনের বিশেষ পরিভাষায় একেই বলা হয়েছে তাবাত্তুল (تَبَتُّل)।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً.

আয়াতে এ তাবাত্তুলের কথাই বলা হয়েছে। কুরআন শরীফে উক্ত বহুল পরিমাণে যিক্রকারী পুরুষ ও যিক্রকারী নারীরা ঃ

(اَلذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّكِرَاتِ)

বলতে এদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যাঁরা সকল দিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ জাল্লা শানাহুকেই নিজেদের একমাত্র অভীষ্ট বানিয়ে নিয়েছেন।

অন্যান্য আমলের মুকাবিলায় যিকরুল্লাহ উত্তম

٦- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ

وَارْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌلَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

৬. হযরত আবূদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের সংবাদ দেবো না, যা তোমাদের সকল আমল থেকে উত্তম, তোমাদের মালিক মনিবের দৃষ্টিতে পবিত্রতম, তোমাদের মর্যাদা সর্বাধিক পর্যায়ে উন্নীতকারী এবং তোমাদের স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করার চাইতেও উত্তম এবং এর চাইতেও উত্তম যে, তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে এবং তোমরা তাদের গর্দান মারবে আর তারা তোমাদের গর্দান মারবে ? তাঁরা বললেন ঃ জ্বী হাঁ, তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র যিক্র। (আহমদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসখানা আসলে কুরআন শরীফের আয়াত وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ এরই ব্যাখ্যা ও তাফসীর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র যিকির এ হিসাবে সর্বোত্তম যে, তা আসলেই সবচাইতে বড় অভীষ্ট বস্তু এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের নিকটতম মাধ্যম। অন্যান্য সকল আমলের তুলনায় তা সবচাইতে উত্তম-এর মানে এ নয় যে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বা কোন জরুরী অবস্থায় সাদকা বা আল্লাহ্র পথে খরচ করা অথবা আল্লাহ্র রাহে জিহাদের গুরুত্ব বেশি হতে পারবে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এক আমল এক হিসাবে এবং অপর আমল অন্য হিসাবে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে উল্লেখ্য হযরত আবূ সাঈদ খুদরী এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহের বক্তব্যও প্রায় একই। এ হাদীসগুলোর একটি অপরটির সমর্থক, পরিপূরক ও ব্যাখ্যা স্বরূপ।

٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ ؟ وَاَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَاِنَّ الذَّاكِرَ لِلّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً (رواه احمد والترمذى)

৭. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং কিয়ামতের দিন সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন কে অর্থাৎ কোন আমলকারী হবে ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে সর্বাধিক স্মরণকারী বান্দা ও তাঁকে সর্বাধিক স্মরণকারী নারীরা। অর্থাৎ সর্বোত্তম এবং কিয়ামতের দিন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী এরাই হবে। আরয করা হলো, প্রাণপণ করে যারা আল্লাহ্র রাহে লড়াই করে, সেই গাজীদের চাইতেও ? জবাবে তিনি বললেন ঃ কেউ যদি সত্যের শত্রু কাফির-মুশরিকদের ব্যূহের মধ্যে তলোয়ার সহ ঢুকে পড়ে এবং তার তলোয়ার টুটেও যায় এবং সে শত্রুদের হাতে যখমী হয়ে রক্তাপ্লুতও হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্র যিক্রকারী বান্দার মর্যাদা তার চাইতে বেশি হবে।

(মুসনাদে আহমদ ও জামে তিরমিযী)

٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَىْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا مِنْ شَىْءٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ (رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই বলতেন ঃ প্রতিটি বস্তুরই শান দেয়ার জন্য রেতের ব্যবস্থা আছে; আর অন্তরসমূহের শানের ব্যবস্থা হচ্ছে আল্লাহ্র যিক্র। আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তিদানের ব্যাপারে আল্লাহ্র যিক্র থেকে অধিকতর কার্যকর আর কিছুই নেই।

সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র পথে জিহাদও নয় ? জবাবে তিনি বললেন ঃ সেই জিহাদও আল্লাহ্র আযাব থেকে নাজাত প্রাপ্তির ব্যাপারে বেশি সহায়ক ও কার্যকর নয়, যার আমলকারী মুজাহিদ প্রাণান্তকর জিহাদ করে, এমন কি যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় তার তলোয়ার ভেঙ্গেচুরে যায়। (বায়হাকীর দাওয়াতে কবীর)

ব্যাখ্যা ঃ আসল কথা হচ্ছে, সমস্ত নেক আমলের মুকাবিলায় আল্লাহ্র যিক্র সর্বোত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তম আমল। (وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ) বান্দা আল্লাহ তা'আলার যে নৈকট্য এবং নৈকট্যজনিত যে সৌভাগ্য ও মর্যাদা যিক্রের সময় হাসিল হয়, তা অন্য কোন আমলের সময় হাসিল হয় না, এক শর্ত হচ্ছে এ যিক্র আল্লাহ্র মাহাত্ম্য, মহব্বত, ভয়, ভক্তি ও আন্তরিক মনোনিবেশ সহকারে হতে হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি

তোমাদেরকে স্মরণ করবো" এবং হাদীসে কুদসী اَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِىْ অর্থাৎ আমি আমার যিক্‌রকারী বান্দার সাথেই থাকি এবং وَاَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ অর্থাৎ "আমার বান্দাহ যখন আমার যিক্‌র করে এবং তার ওষ্ঠদ্বয় যখন আমার যিক্‌রের সাথে আন্দোলিত হয় তখন আমি তার একান্তই নিকটে তার সাথেই থাকি।" কুরআন-হাদীসের এসব স্পষ্ট উক্তির দ্বারা এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত নেক আমলের মধ্যে যিক্‌রুল্লাহই সর্বোত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তম আমল এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের একটি একান্ত খাস ওসীলা। তবে এটাও স্মর্তব্য যে, এ যিক্‌রের মধ্যে নামায ও তিলাওয়াতে কুরআন জাতীয় সমুদয় ইবাদত শামিল রয়েছে।

রসনার যিক্‌রের ফযীলত

٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىُّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (رواه احمد والترمذى)

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুইন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে ? (অর্থাৎ কোন্ ধরনের লোকের পরিণাম সর্বোত্তম হবে ?) জবাবে তিনি বললেন ঃ যার আয়ূ দীর্ঘ ও আমল উত্তম। তারপর প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোনটি ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হবে যে, তোমার রসনা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে সিক্ত থাকবে।

(মুসনাদে আহমদ ও জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছেন, তার হেতু স্পষ্ট। নেক আমলের সাথে আয়ু যতই দীর্ঘ হবে, বান্দা ততই তরক্কী করবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রহমতের ততই যোগ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে বান্দা তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিশেষত তার অন্তিম সময়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌রে তার রসনাকে সিক্ত রাখবে। অর্থাৎ তার রসনা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সানন্দে আল্লাহ্‌র নাম জপে রত থাকবে। নিঃসন্দেহে এ আমল ও এ অবস্থা অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যবান আর যে বান্দা এর মূল্য ও মান সম্পর্কে অবগত থাকবে সে সবকিছুর বিনিময়ে হলেও তা পেতে সচেষ্ট হবে।

বলাবাহুল্য, এ মর্যাদা কেবল সে ব্যক্তিই পেতে পারে, যে জীবনে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হয়েছে এবং যিক্‌রুল্লাহ তার আত্মার সুস্বাদু খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبْوَابَ الْخَيْرِ كَثِيْرَةٌ وَلَا اَسْتَطِيْعُ الْقِيَامَ بِكُلِّهَا فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ شَيْئٍ اَتَشَبَّثُ بِهِ وَلَا تُكْثِرْ عَلَىَّ فَاَنْسٰى قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (رواه الترمذى)

১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেকীর দরজা তো অনেক (অর্থাৎ পুণ্য কাজের তো কোন শেষ নেই) আর এটা আমার সাধ্যে কুলাবে না যে, এর সবগুলোই আমি লাভ করবো। সুতরাং আপনি আমাকে এমন কোন একটি ব্যাপার শিখিয়ে দিন, যা আমি শক্তভাবে ধারণ করবো (আর আমার জন্যে যথেষ্ট প্রতিপন্ন হবে)। আর আপনি যা শিখাবেন তা যেন খুব বেশি না হয়। কেননা, তা আমার ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাহলে (তুমি সর্বপ্রথমে সচেষ্ট থাকবে যেন) তোমার রসনা সর্বদা আল্লাহ্‌র যিক্‌র দ্বারা সিক্ত থাকে। - (জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এর মর্মার্থ হচ্ছে, তোমার সাফল্যের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তোমার রসনা অহরহ যিক্‌রে সিক্ত থাকবে।

١١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ. (رواه احمد وابو يعلى)

১১. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র যিক্‌র এত বেশি পরিমাণে কর, যাতে লোকে পাগল বলে।

- (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাদের ভাগ্যে জুটেনি, সে সব দুনিয়াদার লোক যখন কোন আল্লাহওয়ালা লোককে দেখতে পায়- যারা দুনিয়ার ব্যাপারে অনেকটা নির্বিকার এবং তাঁর স্মরণে ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের সাধনায় এতই নিমগ্ন থাকেন যে, সব সময় তাদের মুখে তাঁরই নামের জপমালা থাকে, তখন তারা তাদের ধারণা অনুসারে এমন আল্লাহ প্রেমিক লোককে দিওয়ানা, মাস্তান ও পাগল বলে অভিহিত করে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তার ঠিক বিপরীত। কবির ভাষায় ঃ

او ست دیوانه که دیوانه نه شد
اوست فرزانه که فرزانه نه شد

অর্থাৎ পাগল যে, জন হয় না সে-ই আসল পাগল হয়,
বুদ্ধিমান সাজে না সে, যাহার বুদ্ধি রয়।

আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফেল থাকার পরিণাম ঃ বঞ্চনা ও হৃদয় শক্ত হয়ে যাওয়া

١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً (رواه ابو داؤد)

১২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোথাও বসলো এবং সে বসার মধ্যে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলো না, তাহলে সে বসাটা তার জন্যে আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করলো আর সে শয়নে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলো না তা হলে এ শয়ন তার জন্যে আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। (সুনানে আবূ দাউদ)

١٣- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنْ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَاَنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ. (ترمذى)

১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতীত অধিক বাক্যালাপ করো না। কেননা আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতীত অধিক বাক্যালাপে হৃদয় শক্ত হয়ে যায় (অনুভব শক্তি হ্রাস পায়) এবং লোকজনের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্‌র থেকে অধিকতর দূরবর্তী, যার হৃদয় শক্ত। (জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌র বিহনে অধিক বাক্যালাপে অভ্যস্ত হবে, তার অন্তরে অনুভূতি হীনতা, কাঠিন্য এবং নূরের অভাব দেখা দেবে। ফলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও খাস রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ

আল্লাহ আমাদেরকে এ আপদ থেকে রক্ষা করুন।

যিক্‌রের কালেমাসমূহ ঃ সেগুলোর বরকত-ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে যিক্‌রের উৎসাহ ও তাগিদ দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি তার বিশেষ বিশেষ কলিমাও শিক্ষা দিয়েছেন। তা না হলে এ আশঙ্কা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান থাকতো যে, ইলম ও মা'রিফতের অভাবে অনেকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র এমনভাবে করতো, যা তাঁর শানের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতো না। অথবা তাতে তাঁর স্তুতিবাদ না হয়ে বরং তাঁর অমর্যাদাই হতো। আরিফ রুমী তাঁর মছনবীতে হযরত মূসা (আ) ও জনৈক রাখালের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাই এর একটি উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ (সা) যিক্‌রের যে সব কলিমা শিক্ষা দিয়েছেন, তা অর্থের দিক থেকে নিম্নে বর্ণিত কোন না কোন প্রকারের ঃ

১. আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার বর্ণনামূলক কলিমা- অর্থাৎ যে কলিমাসমূহের দ্বারা সমস্ত দোষ ও অপূর্ণতা থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র থাকার কথা বুঝানো হয়েছে। سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) বলতে ঠিক এ অর্থটিই বুঝানো হয়েছে। (অর্থাৎ এর মর্মার্থ হচ্ছে সমস্ত পূর্ণতা ও কৃতিত্ব আল্লাহ তা'আলার)।

২. তাতে আল্লাহ তা'আলার হামদ বা স্তুতিবাদ থাকবে (অর্থাৎ হাম্‌দ ও ছানা তথা স্তুতিবাদ তাঁরই জন্যে শোভা পায়।) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ)-এরও ঐ একই বৈশিষ্ট্য।

৩. তাতে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদের শানের বর্ণনা থাকবে। لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এর শান তাই।

৪. আল্লাহ তা'আলার সেই উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা তাতে থাকবে যে, আমরা ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে তাঁর সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি বুঝেছি, তিনি তারও অনেক ঊর্ধ্বে। اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকব)-এর মর্মার্থ এটাই।

৫. সে সব কালিমার মধ্যে এ সত্যের বহিঃপ্রকাশ থাকব যে, সবকিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাঁর হাতেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। তিনি ছাড়া আর কারো হাতে কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং তিনিই একথার হকদার যে, আমরা সর্বাবস্থায় তারই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ এর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য তা-ই।

এ জাতীয় যিক্‌রের কালিমাসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দু'আ নবী করীম (সা) শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উক্ত হাদীসসমূহে যিক্‌রের যে সমস্ত কালিমা রাসূলুল্লাহ (সা) শিক্ষা দিয়েছেন, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা ও মাহাত্ম্য ঘোষণার প্রেক্ষিতে এগুলো অবশ্য মু'জেযা স্থানীয়। এগুলোতে আল্লাহ

তা'আলার পবিত্রতা, প্রশংসা, একত্ববাদ এবং তাঁর কিবরিয়াই ও সমদিয়তের এমন চমৎকার বর্ণনা রয়েছে যে, এগুলো যেন তাঁর মা'রিফতের তোরণদ্বার স্বরূপ।

এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা বর্ণনার পর এ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কতিপয় বাণী নিম্নে পাঠ করুন।

١٤- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (رواه مسلم)

১৪. হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, চারটি কলিমা সর্বোত্তম ঃ

১. সুবহানাল্লাহ ২. আলহামদুলিল্লাহ ৩. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৪. আল্লাহু আকবর। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের অপর এক বর্ণনায় افضل الكلام اربع স্থলে احب الكلام الى الله اربع রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত কালিমার মধ্যে আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তম কালিমা হচ্ছে এ চারটি।

١٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

১৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এ পৃথিবীর যত কিছুর উপর সূর্যালোক পতিত হয়ে থাকে, সে সবের তুলনায় আমার নিকট প্রিয়তর হচ্ছে আমি একবার বলি ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। -(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এর চারটি কালিমা বা শব্দের ইজমালী অর্থ সম্পর্কে ভূমিকাস্বরূপ লিখিত বাক্যগুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে। তার দ্বারা পাঠকগণ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে থাকবেন যে, এ চারটি সংক্ষিপ্ত শব্দ যা তেমন গুরুগম্ভীর বা উচ্চারণেও কঠিন নয় আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিশেষণকে কেমন চমৎকারভাবে ধারণ করে আছে! কোন কোন কামিল আরিফ তথা আল্লাহ তত্ত্বজ্ঞানী লিখেন, আসমাউল-হুসনা তথা আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহ তাঁর যে মহৎ গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে বা অর্থ বহন করে, তার কোনটিই এ চার কালিমার বাইরে নয়।

উদাহরণ স্বরূপ اَلْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الظَّاهِرُ প্রভৃতি যে সব গুণবাচক নাম তাঁর পবিত্র সত্তার সমস্ত অপূর্ণতা ও দোষ থেকে মুক্ত থাকার কথা ঘোষণা করে থাকে 'সুবহানাল্লাহ' শব্দের মধ্যে তা নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে ঃ

اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ اَلْكَرِيْمُ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

প্রভৃতি যে সব গুণবাচক নাম আল্লাহ তা'আলার ইতিবাচক অর্থবোধক গুণসমূহের অর্থ বহন করে, সে সব اَلْحَمْدُ لِلّٰه -এর আওতায় এসে যায়। অনুরূপ যে সমস্ত আসমাউল হুসনা পবিত্র সত্তার একত্ব ও তাঁর অনন্য ও শরীক হওয়ার অর্থবোধক সেই اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ প্রভৃতি গুণবাচক নামের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল কালিমা হচ্ছে لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ একই রকমে اَلْاَعْلَى الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ প্রভৃতি আসমাউল হুসনা যেগুলোর মর্ম হচ্ছে আল্লাহকে যারা জেনেছেন বুঝেছেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সে জ্ঞান বুদ্ধিরও উর্ধ্বে। اَللّٰهُ اَكْبَرُ কলিমাটিতে সে অর্থের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি ঘটেছে।

সুতরাং যিনিই পূর্ণ প্রত্যয় ও হৃদয়-মনের অনুভূতি নিয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

তিনিই আল্লাহ্র সমস্ত গুণাবলীর প্রশংসা এবং স্তবস্তুতি করে ফেললেন, আসমাউল হুসনারূপী আল্লাহ্র নিরানব্বুই নামের মধ্যে নিহিত ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থবোধক তাঁর সমস্ত গুণাবলীর বর্ণনা ও সাক্ষ্যই তিনি দিয়ে দিলেন। এজন্যে এ চারটি কালিমা নিজ নিজ মূল্যমান মাহাত্ম্য ও বরকতের দিক থেকে নিঃসন্দেহে বিশ্ব জাহানের সে সবকিছুর তুলনায় যেগুলোর উপর সূর্যালোক পতিত হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। যে অন্তরসমূহ ঈমানের আলোতে ভাস্বর ও প্রদীপ্ত তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা অনুভব করেন। আল্লাহ তা'আলা ঈমানের এ দৌলত নসীব করুন।

١٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى شَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرِ. (رواه الترمذى)

১৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদা এমন একটি বৃক্ষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যার পাতাগুলো ছিল শুকনো। তিনি বৃক্ষের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করলে তার শুকনো পাতাগুলো ঝরে পড়লো। তখন তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আলহামদু লিল্লাহ সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু

আকবর বান্দার গুনাহরাশিকে এভাবে ঝরিয়ে দেয়, যেভাবে তোমরা এ গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়তে দেখতে পেলে। -(জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নেক আমলসমূহের এ বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন শরীফেও উল্লেখিত হয়েছে যে, তার বরকতে ও প্রভাবে পাপরাশি মিটে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ.

"নিশ্চয়ই নেকীসমূহ পাপরাশিকে বিদূরিত করে দেয়।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত ও সাদকা প্রভৃতির এ শুভ প্রভাবের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। বক্ষমান হাদীসে তিনি উক্ত চারটি কালিমার এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং গাছের শুকনো পাতা ঝরিয়ে সাহাবীগণকে তার নমুনাও দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব হাকীকতের য়াকীন-বিশ্বাস আমাদেরকে নসীব করুন এবং এ কলিমাসমূহের মাহাত্ম্য ও প্রভাব থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِىْ يَوْمٍ مِأَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (رواه البخارى ومسلم)

১৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলবে, তার গুনাহরাশি মোচন করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মত অধিকও হয়ে থাকে।

-(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহী এর অর্থ পূর্বোল্লেখিত সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহ এর অর্থ একই। অর্থাৎ এমন সকল ব্যাপার থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে, যা তাঁর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার পরিপন্থী এবং যাতে সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতি বা দোষণীয় কিছু থাকতে পারে। সাথে সাথে এতে সমস্ত কামালিয়াত বা পূর্ণতা, মাহাত্ম্য ও কৃতিত্ব তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে এবং তাঁর স্তবস্তুতি করা হয়েছে। এ হিসাবে এ সংক্ষিপ্ত কালিমা "সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহী" আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় কথিত সমস্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক উক্তির অর্থ নিজের মধ্যে ধারণ করে। পূর্ববর্তী হাদীসের মত এ হাদীসেও এ সংক্ষিপ্ত দু'টি শব্দ সম্বলিত কালিমার শুভ প্রভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, যে বান্দা এ কালিমাটি দৈনিক ১০০ বার পাঠ করবে, তার সমস্ত পাপরাশি মোচন হবে এবং পাপের পঙ্কিলতা থেকে সে ব্যক্তি মুক্ত হয়ে যাবে, যদি তার গুনাহরাশি সমুদ্রের ফেনারাশির মত প্রচুর এবং

অগণিতও হয়ে থাকে। প্রখর আলো যেভাবে তিমির রাশিকে বিনাশ করে বা প্রচণ্ড উত্তাপ যেভাবে আর্দ্রতাকে তিরোহিত করে দেয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম গুনাহরাশির কুপ্রভাবকে তিরোহিত করে দেয়। কিন্তু কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন কোন হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেকীর প্রভাব ও বরকতে কেবল সে সব গুনাহই মাফ হয়ে থাকে, যেগুলো 'কবীরা' পর্যায়ের নয়। এজন্যে বড় বড় মারাত্মক গুনাহ যেগুলোকে বিশেষ পরিভাষায় 'গুনাহে কবীরা' বলা হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে নিষ্কৃতির জন্যে তাওবা-ইস্তেগফার অপরিহার্য। মা'আরিফুল হাদীসের অন্য কয়েক স্থানেও ইতিপূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

١٨- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْكَلَامِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ مَا اصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ. (رواه مسلم)

১৮. হযরত আবূ যর গেফারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো ঃ সর্বোত্তম কথা কোন্‌টি ? জবাবে বললেন ঃ সেই কথাটি, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাকূলের জন্যে নির্বাচিত করেছেন- সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

(সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা জানা গেল যে, ফেরেশতাদের খাস যিক্‌র হচ্ছে এই 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'। এ হাদীসে এ কালিমাটিকে সর্বোত্তম বলে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব বর্ণিত যে হাদীসখানা মাত্র দু'পৃষ্ঠা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে সর্বোত্তম কলিমা চারটি ঃ

সুবহান্নাল্লাহি আলহামদুলিল্লাহ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লা, আল্লাহু আকবর

এবং অপর এক হাদীসে উক্ত হয়েছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু সর্বোত্তম যিক্‌র, এ তিন বক্তব্যের মধ্যে মূলত কোন বৈপরিত্য নেই। আসলে এ কালিমাগুলো অন্যান্য সকল কথার তুলনায় উত্তম এবং আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয়।

١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ (رواه البخارى ومسلم)

১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ দু'টি কালিমা রসনার জন্যে (উচ্চারণে) হাল্কা, আমলনামা ওযনের পাল্লায় ভারী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তা হলো ঃ ১. সুবহান্নাল্লাহি ও বিহামদিহী ২. সুবহান্নাল্লাহিল আযীম। (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত দু'টি কালিমা রসনার জন্যে হাল্কা হওয়ার ব্যাপারটি তো সুস্পষ্ট, আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় হওয়ার ব্যাপারটিও সহজেই বোধগম্য, কিন্তু আমলনামা ওজনের পাল্লায় ভারী হওয়ার ব্যাপারটা হয় তো অনেকে সহজভাবে বুঝে উঠতে পারবেন না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, যেভাবে বস্তুজগতের বস্তুনিচয় হাল্কা ও ভারী হয়ে থাকে এবং এগুলো পরিমাপের জন্যে পাত্র বা যন্ত্র থাকে, এগুলোই সেগুলোর পরিমাপক। উদাহরণ স্বরূপ শীতাতপ পরিমাপের কথা ধরা যেতে পারে। এগুলো যদিও কোন বস্তু নয়, বস্তুর অবস্থা বিশেষ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এগুলো পরিমাপের জন্যে থার্মোমিটার রয়েছে। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নামের ওজন হবে। যিক্‌রের কালিমাসমূহের ওজন হবে। তিলাওয়াতে কুরআনের ওজন হবে। সালাতের ওজন হবে। ঈমান এবং আল্লাহ ভীতি ও তাঁর প্রতি ভালবাসার ওজন হবে। সে সময় এ ব্যাপারটি বোধগম্য হবে যে, অনেক ছোট ও হাল্কা বস্তুও সীমাহীন ওজনদার হবে। অপর এক হাদীসে হুযূর (সা) ফরমান ঃ لاَ يَزِنُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْئٌ

"আল্লাহ্‌র নামের সাথে আর কিছুই ওজনে সমান হবে না।"

এই কালিমা سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ এর অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁর স্তবস্তুতির সাথে আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি- যিনি অনেক বড় ও মহান।

٢٠- عَنْ جُوَيْرِيَّةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّذِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمَ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَرِضٰى نَفْسِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ-

২০. উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদা ফজরের সালাতান্তে তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে যান। তিনি তখন তাঁর সালাতের স্থানে বসে কিছু পড়ছিলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ পর চাশতের সময় হলে তিনি ফিরে আসলেন, তখনো তিনি পূর্ববৎ ওযীফা পাঠরত ছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি যখন তোমার নিকট থেকে উঠে গিয়েছি তখন থেকেই কি একই অবস্থায় এক নাগাড়ে তুমি বসে রয়েছ ? জবাবে তিনি বললেন ঃ জ্বী হাঁ।

তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি তিনটি কালিমা চারবার পড়েছি। তুমি দিন ভর যা পড়েছো, তার সাথে এর ওজন করলে তার ওজন তা থেকে ভারী হবে।

সে কালিমাগুলো হচ্ছে ঃ

১. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ২. আদাদা খালকিহী ৩. ও যিনাতা আরশিহী ৪. ও রিযা নাফসিহী ৫. ও মিদাদা কালিমাতিহী।

অর্থাৎ ১. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা অনুপাতে ২. তাঁর আরশের ওজন অনুপাতে ৩. তাঁর সত্তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী এবং তাঁর কালিমার সংখ্যা অনুপাতে।" (মুসলিম)

٢١- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلَ؟ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَالِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذَالِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذَالِكَ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِثْلَ ذَالِكَ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذَالِكَ

২১. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা নবী করীম (সা)-এর সাথে তাঁর এক সহধর্মিণীর ঘরে গিয়ে উপনীত হলেন। তাঁর (সেই মহিলার) সম্মুখে তখন কিছু খেজুরের বীচি অথবা পাথরের কণা ছিল, যেগুলোর সাহায্যে তিনি তাসবীহ গুণে গুণে পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এর চাইতে সহজতর কিছু বাৎলে দেবো না, (অথবা তিনি বলেছেন ঃ এর চাইতে উত্তম কিছু)। তা হলো ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَالِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذَالِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذَالِكَ

সুবহানাল্লাহ- সেই পবিত্র আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সংখ্যায় যা তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানে, সুবহানাল্লাহ সেই সংখ্যানুপাতে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন যমীনে। সুবহানাল্লাহ সেই সংখ্যানুপাতে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এতদুভয়ের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ সেই সৃষ্টির সংখ্যানুপাতে, যা তিনি অনাগত কালে সৃষ্টি করবেন। অনুরূপভাবে আল্লাহু আকবর। এবং অনুরূপভাবে আলহামদুলিল্লাহ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অনুরূপভাবে। এবং লা-হাওলা ওলা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ অনুরূপভাবে।
(জামে' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'খানা হাদীসের দ্বারা জানা গেল যে, অধিক যিক্‌র এর দ্বারা যেমন অধিক ছওয়াব হাসিল করা যায়, তেমনি তার একটি সহজ তরীকা বা পন্থা হলো তার সাথে এমন শব্দসমূহ জুড়ে দেয়া, যার দ্বারা সংখ্যার আধিক্য বুঝায়। যেমনটা উপরোক্ত দু'টি হাদীসে রাসূল (সা) শিক্ষা দিয়েছেন।

এখানে একথা লক্ষ্যণীয় যে, কোন কোন হাদীসে স্বয়ং নবী করীম (সা) বহুলভাবে যিক্‌র করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং সেই হাদীসও সামান্য আগে আমরা পড়ে এসেছি, যাতে তিনি দৈনিক একশবার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী পাঠকারী তার পাপরাশি মোচনের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এজন্যে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাসের বর্ণিত এ হাদীস এবং ইতিপূর্বেকার হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের দ্বারা যিক্‌রের আধিক্যের ব্যাপারে তা নিষিদ্ধ হওয়া বা অপসন্দনীয় হওয়া বুঝে নেওয়া মোটেই ঠিক হবে না। উক্ত দু'টি হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যিক্‌রের দ্বারা অধিক ছওয়াব লাভের একটি সহজতর তরীকা হচ্ছে এটাও, বিশেষত যারা অধিক ব্যস্ততার কারণে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের জন্যে বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন না, তারা এ পদ্ধতিতেও অনেক ছওয়াব হাসিল করে নিতে পারেন।

হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) এ ব্যাপারে বলেন, যে ব্যক্তি তাঁর বাতিনকে এবং তার জীবনকে যিক্‌রের রঙে অনুরঞ্জিত করতে আগ্রহী, বহুল পরিমাণে যিক্‌র করা তার জন্যে অপরিহার্য। আর যিক্‌র এর দ্বারা কেবল পারলৌকিক ছওয়াব হাসিল করাই যার উদ্দিষ্ট, তার উচিত এমন সব কালিমা যিক্‌রের জন্যে

বেছে নেয়া, যা অর্থগত দিক থেকে উন্নততর ও প্রশস্ততর যেমনটি উপরের দু'টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাসের বর্ণিত। হাদীসের দ্বারা একথাও জানা গেল যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে তসবীহ ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল না ঠিক, তবে এ উদ্দেশ্যে কেউ কেউ খেজুর বীচি বা পাথর কণা ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে তা করতে বারণ করেননি। বলাবাহুল্য, তাসবীহ এবং এ পন্থার মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই। বরং তাসবীহ তারই উন্নততর সংস্করণ। যারা তাসবীহকে বেদ'আত বলে অভিহিত করেছেন, তাঁরা আসলে অহেতুক বাড়াবাড়ি করেছেন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর খাস ফযীলত

٢٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (رواه الترمذى وابن ماجة)

২২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুবের হাদীসে বলা হয়েছে যে, সর্বোত্তম কালিমা হচ্ছে এ চারটি - সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার। হযরত জাবিরের হাদীছে বলা হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম যিক্‌র। আসলে ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর তাবৎ কালিমা বা শব্দ থেকে ঐ চারটি কালিমাই সর্বোত্তম; কিন্তু এ চারটির মধ্যেও তুলনামূলকভাবে সর্বোত্তম হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কেননা, এর মধ্যে অবশিষ্ট তিনটির মর্মও পরোক্ষভাবে নিহিত রয়েছে। যখন বান্দা বলে মা'বূদ বরহক একমাত্র আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কেউই নন, তখন পরোক্ষে একথাও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, ঐ পবিত্র সত্তা সকল কমতি ও ত্রুটি থেকেও মুক্ত ও পবিত্র। কামালিয়তের সমস্ত গুণ তাঁর রয়েছে। প্রাধান্য ও মাহাত্ম্যের দিক থেকেও তাঁর উপরে কেউ নেই। কেননা যিনি লা-শরীক মা'বূদ হবেন, তাঁর মধ্যে এসব গুণ থাকতেই হবে। এজন্যে যে ব্যক্তি কেবল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললো, সে যেন সব কিছুই বললো যা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে। এছাড়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে কালিমায়ে ঈমান। এ জন্যে এটি হচ্ছে সকল নবীর শিক্ষার পয়লা সবক। উপরন্তু নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আরিফ সূফীগণ এ ব্যাপারে যেন ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার জন্যে এবং হৃদয়কে সবদিক থেকে ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহ মুখী করার ব্যাপারে এ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর যিক্‌রই হচ্ছে সর্বাধিক কার্যকরী যিক্‌র। এজন্যে এক হাদীসে

রাসূলুল্লাহ (সা) ঈমানী অবস্থাকে অন্তরের মধ্যে চাঙা করে তোলার জন্যে এবং তার উন্নতি বিধানের জন্যে এই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা অধিক পরিমাণে যিক্‌র করার আদেশ দিয়েছেন।[১]

٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصًا مِّنْ قَلْبِهِ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى تُفْضِىَ اِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

(رواه الترمذى)

২৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন বান্দা দেলের ইখলাসসহ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিত্তে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন তার জন্যে অবশ্যই আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়, এমন কি এই কালিমা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়- যাবৎ সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে

(জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র খাস ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি ইসলামের সাথে বিশুদ্ধ অন্তরে তা পাঠ করা হয় এবং আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী কবীরা গুনাসমূহ থেকে বান্দা সতর্কতার সাথে বিরত থাকে, তা হলে এ কালিমা আল্লহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এবং তাকে খাস মকবুলিয়তের দ্বারা ধন্য করা হয়। তিরমিযী শরীফের অপর একটি হাদীসে আছে ঃ

وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَيْسَ لَهُ حِجَابٌ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلَيْهِ.

কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন অন্তরায় নেই। এই কালিমা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে যায়। আল্লাহর যিকরের অন্যন্য কালিমার তুলনায় এ কালিমটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত আছে।

---

১. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُجَدِّدُ اِيْمَانَنَا ؟ قَالَ اَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(رواه احمد)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করবে। প্রশ্ন করা হলো, কেমন করে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়ন করবো ইয়া রাসূলাল্লাহ! বললেন ঃ তোমরা বেশি বেশি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিক্‌র করবে। -(আহমদ)

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (র) হুজ্জাতুল্লহিল বালিগা কিতাবে লিখেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে, তা শিরকে জলীকে চিরতরে খতম করে দেয়। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, তা শিরকে খফী বা গোপন শিরককেও খতম করে দেয়। তৃতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, তা বান্দা এবং মা'রিফতে ইলাহীর মধ্যেকার সকল পর্দাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে মা'রিফাত হাসিল এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়ে যায়।

٢٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهِ اَوْ اَدْعُوْكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوْسٰى قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِىْ بِهِ قَالَ مُوْسٰى لَوْ اَنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرُهُنَّ غَيْرِىْ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعَتْ فِىْ كَفَّةٍ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فِىْ كَفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(رواه البغوى فى شرح السنة)

২৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন, হে আমার প্রভু, আমাকে এমন একটি কালিমা শিক্ষা দিন, যার সাহায্যে আমি তোমার নামের যিক্‌র করবো। (অথবা তিনি বললেন ঃ যার সাহায্যে আমি তোমাকে ডাকবো।) তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ হে মূসা! তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।

তিনি আরয করলেন ঃ হে আমার প্রভু! এ কালিমা তো তোমার সকল বান্দাই বলে থাকে। আমি তো এমন কিছু একটা চাই, যা তুমি আমাকে বিশেষভাবে দান করবে।

আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ হে মূসা! সাত আসমান এবং আমি ছাড়া এর সমস্ত অধিবাসী এবং সমস্ত যমীন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর পাল্লা নিশ্চিতভাবে ভারী হবে বা তা ঝুকে যাবে। - (শারহুস সুন্নাহ-বাগাভী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র সাথে বন্দেগীর বিশেষ সম্পর্ক ছিল মূসা (আ)-এর সে হিসাবে বিশেষ নৈকট্যের ভিত্তিতে তাঁর যে আকুতি ছিল সে জন্যে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষ দু'আর জন্যে প্রার্থনা জানান। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর

যিক্‌র করতে বলেন-যা সর্বোত্তম যিক্‌র। তিনি আরয করেন ঃ আমার দরখাস্ত কোন একটি বিশেষ কালিমার জন্যে, যা কেবল বিশেষভাবে আমাকেই প্রদান করা হবে। মোট কথা, কালিমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ব্যাপকভাবে বহুল প্রচলিত হওয়ায় তাঁর মূল্যমান ও ফযীলত অনুধাবনের ব্যাপারে তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারেননি। এ জন্যে তাঁকে বলে দেয়া হলো যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র হাকীকত যমীন ও আসমান তথা গোটা সৃষ্টি জগতের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান ও ভারী। এটা দয়ালু আল্লাহ্‌র দয়ার দান যে, তিনি তাঁর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে নির্বিশেষে সকলকে আমভাবে এ রহমত দান করেছেন। মোদ্দা কথা, আম্বিয়া ও প্রেরিত রাসূলগণের জন্যেও এর চাইতে বেশি দামী এবং অধিক বরকতময় আর কিছুই নেই।

এ অমূল্য নিয়ামতের শুক্‌র হচ্ছে যে, এই পবিত্র কলিমাকে জপমালা বানিয়ে নেবে এবং বহুল পরিমাণে এর যিক্‌র-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে।

কলিমায়ে তাওহীদের খাস মাহাত্ম্য ও বরকত

٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِأَةَ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمِهِ ذَالِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَكُ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ (رواه البخارى ومسلم)

২৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি একশ বার বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওহদাহু লা-শরীকালাহু, লাহুল মুল্‌কু ও লাহুল হাম্‌দু ওহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই এবং সবকিছুর উপরই তিনি ক্ষমতাবান।) তা হলে সে দশজন গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব লাভ করবে। তার জন্যে একশ' ছওয়াব লিখিত হবে এবং তার এক শ' পাপ মার্জনা করা হবে এবং তার জন্যে তার ঐ আমল সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রক্ষাকবচ হয়ে যাবে এবং অন্য কারো আমল তার আমল থেকে উত্তম হবে না, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যার আমল তার চাইতে অধিক হবে।

(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নিঃসন্দেহে কালিমায়ে তাওহীদ-যাতে কলিমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাথে এমন কিছু শব্দের সংযোজন আছে যদ্বারা তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক বক্তব্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়ে যায়- তা এতই মাহাত্ম্যপূর্ণ ও বরকতময়, যা এ হাদীসখানাতে উক্ত হয়েছে। মৃত্যুর পর ইনশাআল্লাহ তা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করবো। যে সমস্ত হাদীসে কোন কালিমার এতবড় বড় ছওয়াবের কথা আছে, সেগুলো নিয়ে কারো কারো মনে সংশয়-সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে। অথচ তারা নিজেরাই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন বা তাদের অভিজ্ঞতায় তা থাকতে পারে যে, অমঙ্গল ও ফ্যাসাদের এক একটি উক্তি অনেক সময় এমনি আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তার অশুভ প্রভাব বছরের পর বছর ধরে কত পরিবার ও কত সম্প্রদায়ের জীবনকে দুর্বিষহ করে রাখে। অনুরূপভাবে কোন কোন সদিচ্ছা নিয়ে বলা কোন কোন সদুক্তি ফ্যাসাদের লেলিহান অগ্নিশিখা নির্বাপণে ঠাণ্ডা পানির মত কাজ করে থাকে। ফলে অশান্তি ও তিক্ততায়পূর্ণ বিষাদময় জীবনকে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ করে দেয়। এ দুনিয়ায় মানুষের মুখ নিঃসৃত আয় এর সুদূর প্রসার প্রভাব সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে পারলৌকিক ক্ষেত্রে তার চাইতে সুদূর প্রসারী ফলদায়ক বাণীর প্রভাব উপলব্ধি করা আর তেমন কঠিন থাকে না।

লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্‌র বিশেষ ফযীলত

٢٦- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ (رواه مسلم والبخارى)

২৬. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা বাৎলে দেবো না, যা জান্নাতের সম্পদ ভাণ্ডারের সম্পদ স্বরূপ।

আমি বললাম ঃ জী হ্যাঁ হযরত, অবশ্যই বলবেন।

তখন তিনি বললেন ঃ লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

- (মুসলিম ও বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এ কালিমার জান্নাতের সম্পদভাণ্ডারের সম্পদস্বরূপ হওয়ার মর্ম এ হতে পারে যে, যে ব্যক্তি খালিস অন্তরে এ কালিমা পাঠ করবে, তার জন্যে এ কালিমার বিনিময়ে জান্নাতে অনন্ত ভাণ্ডার সঞ্চিত রাখা হবে, যদ্বারা সে পরকালে ঠিক তেমনিভাবে উপকৃত হতে পারবে, যেমনটি এ পৃথিবীতে মানুষ তার সম্পদ ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হয়ে থাকে।

এও বলা যায় যে, হুযুর (সা) এ শব্দটির দ্বারা এ কালিমার মাহাত্ম্য বুঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এটা হচ্ছে জান্নাতের রত্নভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। কোন বস্তুর অধিক মূল্য বুঝাবার জন্যে এ শব্দচয়ন হতে পারে।

লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ-এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কোন কাজের জন্যে সাধ্য-সাধনা করা ও প্রচেষ্টা চালানোর শক্তি আল্লাহই দান করেন, বান্দা নিজে কিছুই করতে পারে না।

এ অর্থের কাছাকাছি দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ এও বলা হয়ে থাকে যে, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা তাঁর দেয়া তাওফীক ছাড়া বান্দার সাধ্যের অতীত।

٢٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ (رواه الترمذى)

২৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ বেশি বেশি করে পাঠ করবে! কেননা তা হচ্ছে জান্নাতের ধনভাণ্ডারের অন্যতম ভাণ্ডার স্বরূপ। -(জামে তিরমিযী)

٢٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ (رواه البيهقى فى الد عوات الكبير)

২৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা শিক্ষা দেবো না, যা জান্নাতের তলদেশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা জান্নাতের ধনভাণ্ডারের সম্পদ স্বরূপ। তা হচ্ছে ঃ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

(বান্দা যখন তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ কলিমা পাঠ করে) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ

"আমার এ বান্দা (নিজের সমস্ত অহমিকা বিসর্জন দিয়ে) আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং পূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন করেছে।"

-(দাওয়াতুল কবীর- বায়হাকী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কালিমা لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ কে জান্নাতের সম্পদভাণ্ডারের সম্পদ বিশেষ বলার সাথে সাথে একে مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ বা জান্নাতের তলদেশ থেকে অবতীর্ণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আসলে এর দ্বারা এ কালিমার মাহাত্ম্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, আমার নিকট এটি জান্নাতের তলদেশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

ফায়দা ঃ তরীকতের কোন কোন শায়খ বলেন, শিরকে জলী ও শিরকে খফী এবং কল্‌ব ও নফসের পরিচ্ছন্নতা সাধন এবং ঈমান ও মা'রিফতের নূর হাসিল করার ব্যাপারে কালিমা لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -এর খাস আসর বা ক্রিয়া থাকে, ঠিক তেমনি আমলী জিন্দগী দুরস্ত করা তথা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকা ও পুণ্যপথে চলার ব্যাপারে لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ বিশেষ প্রভাব রাখে।

আসমাউল হুসনা ঃ আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামসমূহ

সত্যিকার অর্থে আল্লাহ পাকের নাম বা তাঁর ইসমে যাত কেবল একটি আর তা হচ্ছে 'আল্লাহ'। অবশ্য তাঁর সিফাতী বা গুণবাচক নাম শত শত যা কুরআন শরীফ ও হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। এগুলোকেই 'আসমাউল হুসনা' বলা হয়ে থাকে।

হাফিয ইব্‌ন হাজর আসকালানী সহীহ্ বুখারীর শরাহ বা ভাষ্যগ্রন্থ 'ফৎহুল বারী'তে ইমাম মুহাম্মদ জা'ফার সাদিক এবং সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না প্রমুখ উম্মতের শ্রেষ্ঠস্থানীয় কতিপয় বুযুর্গের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলার নিরান্নব্বইটি নাম তো কেবল কুরআন মজীদেই উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা এর বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট বিবরণও দিয়েছেন। তারপর হাফিয ইব্‌ন হাজর (র) তার মধ্য থেকে কিছু নাম সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বলেন ঃ এগুলো হুবহু কুরআন মজীদে ঐ সব শব্দে নেই, তবে বিভিন্ন ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হিসাবে সেগুলো সাজিয়ে নেয়া হয়েছে। এগুলো ছাড়াই নিরান্নব্বইটি নাম হুবহু কুরআন মজীদে রয়েছে। তিনি এগুলোর পূর্ণ তালিকাও দিয়েছেন, যা এ আলোচনার একটু পরেই পাঠক জানতে পারবেন।

আমাদের এ যুগেরই কোন কোন আলেম আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে সিফাতী বা গুণবাচক নামসমূহ খুঁজে দুই শতাধিক নাম পেয়েছেন। এসব গুণবাচক নামে তাঁর বিভিন্ন বিশেষণেরই অভি ব্যক্তি ঘটেছে। এগুলো তাঁর মা'রিফতের প্রবেশদ্বার স্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের এও একটি বিশেষ বিশদ সূরত, বান্দা অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বতের সাথে এগুলোর মাধ্যমে যিক্‌র করবে বা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে এবং এগুলোকে তার ওযীফা বা জপমালা বানিয়ে নেবে।

এ ভূমিকার পর এ সংক্রান্ত কয়েকখানা হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ- (رواه البخارى ومسلم)

২৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিরান্নব্বই অর্থাৎ এক কম একশ' নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষিত বা কণ্ঠস্থ করলো এবং এগুলোর খেয়াল রাখলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

-(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে এতটুকুই আছে, এর কোন বিস্তারিত বিবরণ বা সুনির্দিষ্ট বয়ান নেই। অচিরেই ইনশা আল্লাহ তিরমিযী প্রমুখের রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হবে যাতে বিশদভাবে নিরান্নব্বইটি নামের উল্লেখ থাকবে। হাদীসের ভাষ্যকার ও উলামাগণ এ ব্যাপারে প্রায় সর্ববাদী সম্মত মত পোষণ করেন যে, আল্লাহ তা'আলার পূত নামসমূহ এ নিরান্নব্বই সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আর এগুলো তাঁর নামসমূহের পূর্ণাঙ্গ ফিরিস্তিও নয়। কেননা, খোঁজাখুঁজি ঘাটাঘাটি করলে এর চাইতে অনেক বেশি নামের সন্ধান পাওয়া যায়। এজন্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ হাদীসের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এর অর্থ ও মর্ম কেবল এতটুকুই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই নাম কণ্ঠস্থ করবে এবং এগুলো খেয়াল রাখবে, সে জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ কেবল নিরানব্বই নাম ধারণ করে রাখতে পারলেই সে এ সুসংবাদের যোগ্যপাত্র বলে বিবেচিত হবে।

হাদীসে পাক مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উলামা ও ভাষ্যকারগণ বিভিন্নরূপ বক্তব্য লিখেছেন।

একটি অর্থ এর এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে বান্দা আল্লাহ্র এ নামগুলোর মর্ম জেনে এবং তাঁর মা'রিফত হাসিল করে আল্লাহ তা'আলার এ গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যে বান্দা এ পবিত্র নামগুলোর ছাবি অনুযায়ী আমল করবে, সে জান্নাতে যাবে।

তৃতীয় একটি অর্থ বলা হয়ে থাকে এই যে, যে ব্যক্তি নিরান্নব্বই নামে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং এগুলোর সাহায্যে তাঁকে ডাকবে ও তাঁর কাছে দু'আ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম বুখারী (র) مَنْ اَحْصَاهَا এর ব্যাখ্যা مَنْ حَفِظَهَا (যে তা কণ্ঠস্থ করলো) করেছেন। বরং এক হাদীসের কোন কোন রিওয়ায়াতে مَنْ اَحْصَاهَا-এর স্থলে مَنْ حَفِظَهَا -ই বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যে এ ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ঐ একই কারণে এ অধম তর্জমাকালে এ অর্থ করেছে। এ হিসাবে হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে বান্দা বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর নিরানব্বইটি পবিত্র নাম মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَائَةً اِلاَّ وَاحِدَةً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ اَلْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَلِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ اَلْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِىُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْىِ الْمُمِيْتُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِىُّ الْمُتَعَالِى الْبَرُّ اَلتَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِىُّ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِىْ الْبَدِيْعُ الْبَاقِىْ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ (رواه الترمذى والبيهقى فى الدعوات الكبير)

৩০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এক কম একশ' অর্থাৎ নিরান্নব্বই নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করলো এবং এগুলো খেয়াল রাখলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সে পবিত্র নামগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ)

সেই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য বা ইবাদত লাভের যোগ্য পাত্র নেই। তিনি-

১. اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহমান) পরম করুণাময়।
২. اَلرَّحِيْمُ (আর রাহীম) পরম দয়ালু।
৩. اَلْمَلِكُ (আল মালিকু) প্রকৃত বাদশাহ্ ও নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতার অধিকারী।
৪. اَلْقُدُّوْسُ (আল কুদ্দুস) অত্যন্ত পবিত্র সত্তা।
৫. اَلسَّلَامُ (আস সালাম) যাঁর সত্তাগত গুণই হচ্ছে শান্তি।
৬. اَلْمُؤْمِنُ (আল মু'মিন) শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা।
৭. اَلْمُهَيْمِنُ (আল মুহাইমিন) পূর্ণ তত্ত্বাবধানকারী।
৮. اَلْعَزِيْزُ (আল আযীয) প্রবল প্রতাপের অধিকারী।
৯. اَلْجَبَّارُ (আল জাব্বার) দাপটের অধিকারী, গোটা সৃষ্টিকুল যাঁর অঙ্গুলি হেলনে চলে।
১০. اَلْمُتَكَبِّرُ (আল মুতাকাব্বির) অহংকারের প্রকৃত অধিকারী।
১১. اَلْخَالِقُ (আল খালিক) স্রষ্টা।
১২. اَلْبَارِئُ (আল বারিউ) যথার্থভাবে সৃষ্টিকারী।
১৩. اَلْمُصَوِّرُ (আল মুসাব্বির) অবয়ব সৃষ্টিকারী কুশলী শিল্পী।
১৪. اَلْغَفَّارُ (আল গাফফার) পরম ক্ষমাশীল।
১৫. اَلْقَهَّارُ (আল কাহ্হার) সকলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী, যাঁর সম্মুখে সকলেই অসহায় ও ক্ষমতাহীন।
১৬. اَلْوَهَّابُ (আল ওহ্হাব) প্রতিদান ব্যতিরেকেই প্রচুর পরিমাণে দানকারী।
১৭. اَلرَّزَّاقُ (আর রাজ্জাক) সকলকে জীবিকাদাতা।
১৮. اَلْفَتَّاحُ (আল ফাত্তাহ) সকলের জন্যে রহমত ও জীবিকার দরজা উন্মুক্তকারী।

১৯. اَلْعَلِيْمُ (আল আলীম) সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।
২০. اَلْقَابِضُ (আল কাবিয) সঙ্কীর্ণকারী।
২১. اَلْبَاسِطُ (আল বাসিত) প্রশস্তকারী অর্থাৎ তিনি তাঁর হিকমত ও ইচ্ছানুযায়ী কারো জন্যে কখনো সঙ্কীর্ণতা আবার কখনো প্রশস্ততা সৃষ্টি করেন।
২২. اَلْخَافِضُ (আল খাফিয) নীচুকারী।
২৩. اَلرَّافِعُ (আর রাফি) উঁচুকারী অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা উঁচু বা নীচু তিনিই করে থাকেন।
২৪. اَلْمُعِزُّ (আল মুইয)- মর্যাদাদাতা।
২৫. اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল)- অমর্যাদাকারী, কাউকে সম্মানে ভূষিত করা বা অমর্যাদার অতলে ডুবিয়ে দেয়া তাঁরই ইচ্ছাধীন।
২৬. اَلسَّمِيْعُ (আস সামিউ) সম্যক শ্রোতা।
২৭. اَلْبَصِيْرُ (আল বাসিরু) সম্যক দ্রষ্টা।
২৮. اَلْحَكَمُ (আল হাকামু) প্রকৃত হাকিম।
২৯. اَلْعَدْلُ (আল আদল) সাক্ষাৎ আদল ও ইনসাফ।
৩০. اَللَّطِيْفُ (আল লতীফ) অনুগ্রহ ও দয়াদাক্ষিণ্য যাঁর সত্তাগত গুণ।
৩১. اَلْخَبِيْرُ (আল খাবীর) প্রতিটি ব্যাপারে সম্যক ওয়াকিফহাল।
৩২. اَلْحَلِيْمُ (আল হালীম) পরম সহিষ্ণু।
৩৩. اَلْعَظِيْمُ (আল আযীম) অতি মাহাত্ম্যের অধিকারী মহামহিম।
৩৪. اَلْغَفُوْرُ (আল গাফুর) পরম ক্ষমাশীল।
৩৫. اَلشَّكُوْرُ (আশ শাকূর) সৎকার্যের কদরকারী ও উত্তম বিনিময়দাতা।
৩৬. اَلْعَلِيُّ (আল আলীয়্যু) সর্বোচ্চ সত্তা।
৩৭. اَلْكَبِيْرُ (আল কাবীরু) সব চাইতে বড় সত্তা।
৩৮. اَلْحَفِيْظُ (আল হাফীযু) সকলের তত্ত্বাবধানকারী।
৩৯. اَلْمُقِيْتُ (আল মুকীতু) সকলকে জীবনোপকরণ সরবরাহকারী।
৪০. اَلْحَسِيْبُ (আল হাসীব) সবার জন্য যথেষ্ট সত্তা।
৪১. اَلْجَلِيْلُ (আল জলীল) মহা সম্মানী।

৪২. اَلْكَرِيْمُ (আল করীম) মহাবদান্যশীল।
৪৩. اَلرَّقِيْبُ (আর রাকীব) তত্ত্বাবধানকারী ও রক্ষক।
৪৪ اَلْمُجِيْبُ (আল মুজীব) কবূলকারী।
৪৫. اَلْوَاسِعُ (আল ওয়াসিউ) বিপুল সত্তা, প্রশস্তকারী।
৪৬. اَلْحَكِيْمُ (আল হাকীম) মহাকুশলী।
৪৭. اَلْوَدُوْدُ (আল ওয়াদূদ) প্রেমময় সত্তা।
৪৮. اَلْمَجِيْدُ (আল মজীদ) মহিমাময়।
৪৯. اَلْبَاعِثُ (আল বাইছু) পুনরুত্থানকারী- যিনি মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।
৫০. اَلشَّهِيْدُ (আশ শাহীদ) যিনি সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন এবং শুনেন সেই পবিত্র সত্তা।
৫১. اَلْحَقُّ (আল হক) যাঁর সত্তা ও অস্তিত্ব হক।
৫২. اَلْوَكِيْلُ (আল ওয়াকীল) কর্ম বিধায়ক।
৫৩. اَلْقَوِيُّ (আল কাবিউ) মহা শক্তিমান।
৫৪. اَلْمَتِيْنُ (আল মাতীন) বলিষ্ঠ ও পরাক্রান্ত সত্তা।
৫৫. اَلْوَلِيُّ (আল ওয়ালী) পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী সত্তা।
৫৬. اَلْحَمِيْدُ (আল হামীদ) স্বনামধন্য ও প্রশংসিত সত্তা।
৫৭. اَلْمُحْصِيْ (আল মুহসী) সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ও সম্যক জ্ঞাত সত্তা।
৫৮. اَلْمُبْدِئُ (আল মুবদিউ) প্রথমবার অস্তিত্বদানকারী।
৫৯. اَلْمُعِيْدُ (আল মুইদু) পুনর্বার জীবনদাতা।
৬০. اَلْمُحْيِيْ (আল মুহঈ) জীবনদাতা।
৬১. اَلْمُمِيْتُ (আল মুমীত) মৃত্যুদাতা।
৬২. اَلْحَيُّ (আল হাইউ) চিরঞ্জীব।
৬৩. اَلْقَيُّوْمُ (আল কাইয়ূম) যিনি নিজে কায়েম থাকেন এবং সকল সৃষ্টিকে নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি মোতাবেক কায়েম রাখেন।
৬৪. اَلْوَاجِدُ (আল ওয়াজিদ) সবকিছুকে ধারণকারী।

৬৫. اَلْمَاجِدُ (আল মাজিদু) বুযুর্গী ও মাহাত্ম্যের অধিকারী।
৬৬. اَلْوَاحِدُ (আল ওয়াহিদু) একক সত্তা।
৬৭. اَلاَحَدُ (আল আহাদু) নিজ গুণরাজীতে অনন্য।
৬৮. اَلصَّمَدُ (আস সামাদু) সেই মহান সত্তা, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।
৬৯. اَلْقَدِيْرُ (আল কাদিরু) ক্ষমতাধর।
৭০. اَلْمُقْتَدِرُ (আল মুকতাদির) সকলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার অধিকারী।
৭১. اَلْمُقَدِّمُ (আল মুকাদ্দিমু) যাকে ইচ্ছা তিনি অগ্রসর করে দেন।
৭২. اَلْمُؤَخِّرُ (আল মুআখ্যিরু) যাকে ইচ্ছে পিছিয়ে দেন সেই সত্তা।
৭৩ اَلاَوَّلُ (আল আওয়ালু) অনাদি- অর্থাৎ যখন কেউ ছিল না তখনও তিনি ছিলেন আর
৭৪. اَلْاٰخِرُ (আল আখিরু) অনন্ত-যখন কেউ থাকবে না তখনও তিনি বিরাজমান থাকবেন।
৭৫. اَلظَّاهِرُ (আয যাহিরু) সম্পূর্ণ প্রকাশিত ও পূর্ণ বিকশিত সত্তা।
৭৬. اَلْبَاطِنُ (আল বাতিন) সম্পূর্ণ গোপন সত্তা।
৭৭. اَلْوَالِيُّ (আল ওয়ালী) মালিক ও কর্মবিধায়ক।
৭৮. اَلْمُتَعَالِيْ (আল মুতা'আলী) সুউচ্চ মহান সত্তা।
৭৯. اَلْبَرُّ (আল বার্‌রু) পরম এহসানকারী।
৮০. اَلتَّوَّابُ (আত তাওয়াবু) তাওবার তাওফীকদাতা ও তাওবা কবূলকারী।
৮১. اَلْمُنْتَقِمُ (আল মুনতাকিম) পাপীতাপীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।
৮২. اَلْعَفُوُّ (আল আফুউ) পরম ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।
৮৩. اَلرَّؤُفُ (আর রাউফ) পরম সদয়।
৮৪. مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুলক) সারা জাহানের মালিক।
৮৫. ذُوالْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়াল ইকরাম) প্রতিপত্তিশালী ও বদান্যশীল যার প্রতিপত্তির ভয় বান্দার পোষণ করে এবং বদান্যতার আশা রাখে।

৮৬. اَلْمُقْسِطُ (আল মুকসিতু) হকদারের হক আদায়কারী ন্যায়পরায়ণ সত্তা।

৮৭. اَلْجَامِعُ (আল জামিউ) সারা সৃষ্টি জগতকে কিয়ামতের দিন একত্রকারী।

৮৮. اَلْغَنِىُّ (আল গনী) নিজে অমুখাপেক্ষী।

৮৯. اَلْمُغْنِىْ (আল মুগনী) অন্যদেরকে যিনি অমুখাপেক্ষী করেছেন সেই সত্তা।

৯০. اَلْمَانِعُ (আল মানিউ) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, যা রোধ করা উচিৎ।

৯১. اَلضَّارُّ (আদ দাররু)

৯২. اَلنَّافِعُ (আন নাফিউ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী কাউকে উপকারদাতা এবং কারো ক্ষতিকারী

৯৩. النُّوْرُ (আন নূর) জ্যোতি।

৯৪. اَلْهَادِىْ (আল হাদী) হিদায়াতকারী।

৯৫. اَلْبَدِيْعُ (আল বাদীউ) পূর্বের কোন নমুনা ব্যতিরেকেই অভূতপূর্ব সৃষ্টির স্রষ্টা।

৯৬. اَلْبَاقِىْ (আল বাকী) চিরন্তন সত্তা যিনি কোন দিন বিলীন হবেন না।

৯৭. اَلْوَارِثُ (আল ওয়ারিসু) সবকিছু ফানা হয়ে যাওয়ার পরও যিনি বিরাজমান থাকবেন সেই পবিত্র সত্তা

৯৮. اَلرَّشِيْدُ (আর রশীদু) প্রজ্ঞাময় সত্তা, যাঁর প্রতিটি কাজই যথার্থ ও প্রজ্ঞাময়

৯৯. اَلصَّبُوْرُ (আস সাবূরু) পরম ধৈর্যশীল, যিনি বান্দার চরম ঔদ্ধত্য ও না-ফরমানী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও সাথে সাথে শাস্তি দেন না বা পাকড়াও করেন না। (জামে তিরমিযী, বায়হাকীকৃত দাওয়াতে কাবীর)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীসের শুরুর অংশ হুবহু তাই, যা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের বরাতে একটু আগেই বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এ হাদীসে নিরানব্বইটি পূত নাম বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে- যা বুখারী মুসলিমের রিওয়ায়াতে নাই। এ জন্যে কোন কোন মুহাদ্দিস ও ভাষ্যকারের অভিমত হচ্ছে এই যে, মারফু' হাদীস যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি শুধু ততটুকুই, যা সহীহ্ কিতাবদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ

اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম এক কম এক শ'-যে ব্যক্তি তা কণ্ঠস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" আর তিরমিযীর এ রিওয়ায়াতে এবং অনুরূপভাবে ইব্‌ন মাজা ও হাকিম প্রমুখের রিওয়ায়াতে যে নিরান্নব্বই নাম বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা মহানবীর বাণী নয়, বরং আবূ হুরায়রা (রা)-এর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাগরিদ তা হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামগুলিও বর্ণনা করে দিয়েছেন। মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় এ আসমাউল হুসনাগুলো মুদরাজ (مدرج), এরূপ মনে করার একটি সঙ্গত কারণ এই যে, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা ও হাকিমের বর্ণনায় নিরানব্বুইটি পবিত্র নামের যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, তাতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যদি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এ নামগুলো বলে দিতেন তাহলে তাতে এত ফারাক থাকাটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

যাই হোক, এতো হলো হাদীস শাস্ত্র এবং এর রিওয়ায়াত সংক্রান্ত আলোচনা। কিন্তু এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, তিরমিযীর উপরোক্ত বর্ণনায় এবং অনুরূপ ইব্‌ন মাজা প্রমুখের রিওয়ায়াতে বর্ণিত ৯৯টি পবিত্র নাম কুরআন মজীদ ও হাদীস থেকেই নেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ করার বিনিময়ে যে সুসংবাদ শুনিয়েছেন সে সুসংবাদের অবশ্যই তাঁরা যোগ্য বিবেচিত হবে যারা বিশুদ্ধ চিত্ত ভক্তি সহকারে আসমাউল হুসনা মুখস্থ করবেন এবং এগুলির মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করবেন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তার কারণ ও রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেন: আল্লাহ তা'আলার কামালিয়তের যে গুণাবলী তাঁর জন্যে সাব্যস্ত করা বা যে সমস্ত অপূর্ণতা থেকে তাঁর সত্তাকে মুক্ত প্রতিপন্ন করা চাই, উপরোক্ত আসমাউল হুসনায় তার সবকটিই এসে যায়। এ হিসাবে এ আসমাউল হুসনা আল্লাহ তা'আলার মা'রিফতের পরিপূর্ণ নিসাব বা কোর্স বিশেষ। আর এজন্যে সামগ্রিকভাবে এগুলোর মধ্যে অসাধারণ বরকত রয়েছে এবং ঊর্ধ্বজগতে এর বিরাট কবূলিয়ত রয়েছে। যখন কোন বান্দার আমলনামায় এ আসমাউল হুসনা লিপিবদ্ধ থাকে, তখন তা আল্লাহ্‌র রহমতের ফয়সালার হেতু হয়ে যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তিরমিযী শরীফের উক্ত রিওয়ায়াতে বর্ণিত ৯৯টি নামের দুই তৃতীয়াংশ কুরআন শরীফে এবং অবশিষ্ট নামগুলি বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত জা'ফর সাদিক প্রমুখ বুযুর্গান যে দাবি করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম কুরআন মজীদেই রয়েছে, সেগুলি একটু পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে এবং এগুলির ব্যাপারে হাফিয ইব্‌ন হাজারের সর্বশেষ গবেষণার বরাতও দেওয়া হয়েছে। তিনি শুধু কুরআন শরীফ থেকেই ঐ নিরানব্বইটি পবিত্র নাম খুঁজে বের করেছেন। কুরআন শরীফে এসব নাম অবিকল এভাবেই মওজুদ রয়েছে।

সেই সব মুহাদ্দিসীন ও ভাষ্যকারগণের উপরোক্ত অভিমত যদি মেনে নেয়া হয় যে, উপরোক্ত রিওয়ায়াতে আসমাউল হুসনা রূপে যে পবিত্র নামগুলি বর্ণিত হয়েছে, তা হাদীসে মরফূ (مَرْفُوْع)-এর অংশ নয়, বরং কোন রাবীর পক্ষ থেকে মুদরাজ বা পরিবর্ধিত অংশ বিশেষ অর্থাৎ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ এ বিষদ বিবরণটিও জুড়ে দিয়েছেন–যা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়, তা হলে হাফিয ইব্ন হাজার কর্তৃক পেশকৃত ফিরিস্তিই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। কেননা, তাঁর উল্লেখ করা পবিত্র নামগুলো হুবহু কুরআন মজীদ থেকে নেয়া—নিজে এগুলোর মধ্যে তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেননি। আমরা নিচে 'ফাৎহুল বারী' থেকে তাঁর প্রদত্ত সেই ফিরিস্তিটি উদ্ধৃত করছি। তিনি আল্লাহ্‌র আসল নাম আল্লাহকেও ঐ নিরানব্বই নামের মধ্যে গণনা করেছেন। বরং ঐ পবিত্র নাম দিয়েই তিনি তাঁর ফিরিস্তি শুরু করেছেন।

কুরআন মজীদে উল্লেখিত আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি পবিত্র নাম

১. اَللّٰهُ (আল্লাহ্) ২. اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহমান) ৩. اَلرَّحِيْمُ (আর রাহীম) ৪. اَلْمَلِكُ (আল মালিকু) ৫. اَلْقُدُّوْسُ (আল কুদ্দুস) ৬. اَلسَّلَامُ(আস সালাম) ৭. اَلْمُؤْمِنُ (আল মু'মিন) ৮. اَلْمُهَيْمِنُ (আল মুহাইমিন) ৯. اَلْعَزِيْزُ (আল আযীয) ১০. اَلْجَبَّارُ (আল জাব্বার) ১১. اَلْمُتَكَبِّرُ (আল মুতাকাব্বির) ১২. اَلْخَالِقُ (আল খালিক) ১৩. اَلْبَارِئُ (আল বারিউ) ১৪. اَلْمُصَوِّرُ(আল মুসাব্বির) ১৫. اَلْغَفَّارُ (আল গাফফার) ১৬. اَلْقَهَّارُ (আল কাহ্হার) ১৭. اَلْوَهَّابُ (আল-ওহ্হাবু) ১৮. اَلْفَتَّاحُ (আল-তাওয়াবু) ১৯. اَلتَّوَّابُ (আল খাল্লাকু) ২০. اَلْعَلِيْمُ (আল আলীম) ২১. اَلْقَابِضُ (আল কাবিয) ২২. اَلْبَاسِطُ (আল বাসিত) ২৩. اَلْخَافِضُ (আল খাফিয) ২৪. اَلرَّافِعُ (আর রাফি) ২৫. اَلْمُعِزُّ (আল মুইয) ২৬. اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল) ২৭. اَلسَّمِيْعُ (আস সামিউ) ২৮. اَلْبَصِيْرُ (আল বাসিরু) ২৯. اَلْحَكَمُ (আল হাকামু) ৩০. اَلْعَدْلُ (আল আদল) ৩১. اَللَّطِيْفُ (আল লতীফ) ৩২. اَلْخَبِيْرُ (আল খাবীর) ৩৩. اَلْحَلِيْمُ (আল হালীম) ৩৪. اَلْعَظِيْمُ (আল আযীম) ৩৫. اَلْغَفُوْرُ (আল গাফুর) ৩৬. اَلشَّكُوْرُ (আশ শাকূর) ৩৭. اَلْعَلِيُّ (আল আলীয়্যু) ৩৮. اَلْكَبِيْرُ (আল কাবীরু) ৩৯. اَلْحَفِيْظُ (আল হাফীযু) ৪০. اَلْمُقِيْتُ (আল মুকীতু) ৪১. اَلْحَسِيْبُ (আল হাসীব) ৪২. اَلْجَلِيْلُ (আল জালীল) ৪৩. اَلْكَرِيْمُ (আল

কারীম) ৪৪. اَلرَّاقِيْبُ (আর রাকীব) ৪৫. اَلْمُجِيْبُ (আল মুজীব) ৪৬. اَلْوَاسِعُ (আল ওয়াসিউ) ৪৭. اَلْحَكِيْمُ (আল হাকীম) ৪৮. اَلْوَدُوْدُ (আল ওদূদ) ৪৯. اَلْمَجِيْدُ (আল মজীদ) ৫০. اَلْبَاعِثُ (আল বাইসু) ৫১. اَلشَّهِيْدُ (আশ শাহীদ) ৫২. اَلْحَقُّ (আল হক) ৫৩. اَلْوَكِيْلُ (আল ওকীল) ৫৪. اَلْقَوِيُّ (আল কভী) ৫৫. اَلْمَتِيْنُ (আল মতীন) ৫৬. اَلْوَلِيُّ (আল ওলী) ৫৭. اَلْحَمِيْدُ (আল হামীদ) ৫৮. اَلْمُحْصِيْ (আল মুহ্‌সী) ৫৯. اَلْمُبْدِئُ (আল মুবদিউ) ৬০. اَلْمُعِيْدُ (আল মুইদ) ৬১. اَلْمُحْيِيْ (আল মুহঈ) ৬২. اَلْمُمِيْتُ (আল মুমীত) ৬৩. اَلْحَيِيُّ (আল হাইউ) ৬৪. اَلْقَيُّوْمُ (আল কাইয়্যূম) ৬৫. اَلْوَاجِدُ (আল ওয়াজিদ) ৬৬. اَلْمَاجِدُ (আল মাজিদু) ৬৭. اَلْوَاحِدُ (আল ওয়াহিদু) ৬৮. اَلْاَحَدُ (আল আহাদ) ৬৯. اَلصَّمَدُ (আস সামাদ) ৭০. اَلْقَدِيْرُ (আল কাদির) ৭১. اَلْمُقْتَدِرُ (আল মুকতাদির) ৭২. اَلْمُقَدِّمُ (আল মুকাদ্দিম) ৭৩. اَلْمُؤَخِّرُ (আল মুআখ্যির) ৭৪. اَلْاَوَّلُ (আল আওয়াল) ৭৫. اَلْاٰخِرُ (আল আখিরু) ৭৬. اَلظَّاهِرُ (আয যাহিরু) ৭৭. اَلْبَاطِنُ (আল বাতিন) ৭৮. اَلْوَالِيُ (আল ওয়ালী) ৭৯. اَلْمُتَعَالِيُ (আল মুতাআলী) ৮০. اَلْبَرُّ (আল বাররু) ৮১. اَلتَّوَّابُ (আত তাওয়াব) ৮২. اَلْمُنْتَقِمُ (আল মুনতাকিম) ৮৩. اَلْعَفُوُّ (আল আফুউ) ৮৪. اَلرَّؤُفُ (আর রাউফ) ৮৫. مَلِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুলক) ৮৬. ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়াল ইকরাম) ৮৭. اَلْمُقْسِطُ (আল মুকসিত) ৮৮. اَلْجَامِعُ (আল জামিউ) ৮৯. اَلْغَنِيُّ (আল গনী) ৯০. اَلْمُغْنِيُّ (আল মুগনী) ৯১. اَلْمَانِعُ (আল মানি) ৯২. اَلضَّارُّ (আদ দার) ৯৩ اَلنَّافِعُ (আন নাফিউ) ৯৪. اَلنُّوْرُ (আন নূর) ৯৫. اَلْهَادِيْ (আল হাদী) ৯৬. اَلْبَدِيْعُ (আল বাদীউ) ৯৭. اَلْبَاقِيْ (আল বাকী) ৯৮. اَلْوَارِثُ (আল ওয়ারিসু) ৯৯. اَلرَّشِيْدُ (আর রশীদ) ১০০. اَلصَّبُوْرُ (আস সাবূর) (فتح الباری جز ٢٦ : ٨٣)

(আস-সামাদ-আল্লাযী লাম য়ালিদ ওয়ালাম য়ূলাদ ওলাম য়াকুল। লাহূ কুফুওয়ান আহাদ) (ফতহুল বারী ২৬ পারা পৃষ্ঠা-৮৩)

তিরমিযীর রিওয়ায়াতে উল্লিখিত এবং কুরআন মজীদ থেকে হাফিয ইব্ন হাজার কর্তৃক সংকলিত নিরানব্বই আসমাউল হুসনা বা পবিত্র নামের প্রত্যেকটিই মা'রিফাতে ইলাহীর এক একটি দরজা স্বরূপ। উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন যুগে এ পবিত্র নাম সমূহের

ব্যাখ্যা সম্বলিত কিতাবদি রচনা করেছেন। কঠিন কঠিন সমস্যার সময় এগুলোর মাধ্যমে দু'আ করা আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গগণের চিরাচরিত অভ্যাস। এটি দু'আ কবূলের একটি পরীক্ষিত পন্থা।

ইস্মে আ'যম

হাদীস সমূহ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম সমূহের কোন কোনটিতে এমন বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রয়েছে যে, যখন সে গুলির মাধ্যমে দু'আ করা হয় তখন তা কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়।

এ সমস্ত পবিত্র হাদীসকে 'ইস্মে আযম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এগুলোকে চিহ্নিত করা হয়নি, অনেকটা অস্পষ্ট ও আড়ালে আবডালে রাখা হয়েছে। এটা অনেকটা লাইলাতুল কদর ও জুমার দিনের দু'আ কবূলের বিশেষ সময়টিকে অস্পষ্ট বা অচিহ্নিত রাখার মত ব্যাপার। হাদীস সমূহ থেকে এটাও জানা যায় যে, ইস্মে আ'যম কোন বিশেষ একটি নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি অনেক লোকে ধারণা করে থাকেন; বরং একাধিক নামকে ইস্মে আ'যম বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঐ সমস্ত হাদীস থেকে এটাও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ্যে ইসমে আ'যম সম্পর্কে যে ধারণা চালু রয়েছে এবং এ সম্পর্কে যে সব কথা প্রচলিত রয়েছে, তা একান্তই অলীক ও ভিত্তিহীন। আসল ব্যাপারা তা'ই যা উপরে উক্ত হয়েছে। তারপর এ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি হাদীস পাঠ করুন ঃ

٣١- عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ

(رواه الترمذى وابوداؤد)

৩১. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদা এক ব্যক্তিকে এরূপ দু'আ করতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি আমার ফরিয়াদ তোমার কাছে এ অসিলায় পেশ করছি যে , তুমি আল্লাহ্, তুমি ব্যতীত কোন মালিক ও উপাস্য নেই, তুমি একক, তুমি অনন্য, তুমি অমুখাপেক্ষী, সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী। না তুমি কারো সন্তান আর না কেউ তোমার সন্তান আর না কেউ তোমার সমকক্ষ আছে।"

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম লোকটিকে এ দু'আ করতে শুনে বলে উঠলেন, লোকটি আল্লাহকে তাঁর ইস্মে আ'যমের মাধ্যমে ফরিয়াদ জানালো! ঐ নামে যখন কেউ দু'আ করে তখন তার দু'আ কবুল করা হয়ে থাকে ।

–(জামে তিরমিযী ও সুনানে আবূ দাউদ)

٣٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اَسْئَلُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى. (رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة)

৩২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তখন সালাত আদায় করছিল। সে তখন দু'আ বদলে বলছিলঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি এই ওসীলায় যে, সমস্ত স্তব-স্তুতি তোমারই জন্য শোভনীয়। তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তুমি অত্যন্ত মেহেরবান এবং অতি এহ্সানকারী, যমীন ও আসমানের স্রষ্টা। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, হে প্রবল দাপট ও মর্যাদার অধিকারী চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক সত্তা! তখন নবী করীম (সা) বললেন; এ ব্যক্তি আল্লাহর এমন ইস্মে আ'যমের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছে যার ওসীলায় দু'আ করলে আল্লাহ্ তা কবূল করেন এবং যখন এর ওসীলায় যাঞ্চা করা হয় তখন দান করা হয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা)

٣٣- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةِ اٰلِ عِمْرَانَ الٓمٓ اَللّٰهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجه والدارمى)

৩৩. আসমা বিন্ত য়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নাম বা ইস্‌মে আ'যম এ দুটি আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে ঃ

১. وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

২. আল ইমরানের প্রারম্ভিক আয়াতঃ

الٓمّٓ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

(জামে' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইব্‌ন মাজা ও সুনানে দারেমী)

ব্যাখ্যাঃ- এ হাদীসগুলো গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কোন নামকে ইস্‌মে আ'যম বলা হয়নি; বরং এ কথাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, শেষ হাদীসে যে দু'খানা আয়াতের বরাত দেওয়া হয়েছে এবং এর আগের দু'টি হাদীসে দু'ব্যক্তির যে দু'আ উদ্ধৃত করা হয়েছে এর প্রত্যেকটিকে আল্লাহর বিভিন্ন নামের যে বিশেষ ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে তাঁর যে ব্যাপক মর্ম বুঝে আসে, তাকেই ইসমে আ'যম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মহাদ্দিসে দেলেভী (রহ)-কে আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় ইল্‌ম ও মা'রিফত বিশেষ দান করেছেন। তিনি এসব হাদীস পাঠে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন।[১] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

---

১. শাহ সাহেব হুজ্জতুল্লাহিল বালিগায় বলেনঃ (পৃ ৭৭, জিলদ ২)

اعلم ان الاسم الاعظم الذى اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب هو الاسم الذى يدل على اجمع تدل من تدليات الحق والذى تدا وله الملاء الاعلى اكثر تداول ونطقت به التراجمة فى كل عصر وهذا معنى يصدق على انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وعلى لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السموات والاوض يا ذالجلال والاكرام يا حى يا قيوم ويصدق على اسماء تضاهى ذالك (حجة الله البالغة ص ٧٧ جلد ٦)

স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসমে আ'যম এমন নাম, যে নামের সাহায্যে যাচঞ্চা করা হলে দেয়া হয়, দু'আ করা হলে তা কবূল হয়। তা এমন নাম যা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে ব্যাপক উপায় বুঝায় এবং উর্ধ মন্ডলে এ নামকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হয় এবং সকল যুগে (অদৃশ্য লোকের) বার্তা বাহকরা তা উচ্চারণ করে এসেছে ....

اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

-তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি একক ও অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং কেউ তাঁর সমকক্ষও নেই-এ অর্থ ইসমে আযম সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়।

لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

সমস্ত প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই তো হান্নান মান্নান, তুমিই দয়াময় ও অনুগ্রহশীল, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, হে জালাল ও ইকরামের অধিকারী, হে হাই ও কাইয়্যূম হে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর রক্ষক। এ সব নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল অন্যান্য নামের ক্ষেত্রেও আসমাউল হুসনা প্রযোজ্য। -(হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭)

কুরআন মজীদ তিলাওয়াত

উপরে বলা হয়েছেন যে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াতও অন্যতম যিকর। কোন কোন হিসাবে তা হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। বান্দার এ ব্যস্ততা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় ও পছন্দনীয়।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সকল উপমা ও উদাহরণের উর্ধে। কিন্তু এ দীনাতি দীন লেখক এ সত্যটি নিজ অভিজ্ঞতায় সম্যক উপলব্ধি করেছে যে, যখন কাউকে নিজের লিখিত কোন পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঠে লিপ্ত দেখেছি, তখনই আনন্দে হৃদয়-মন ভরে উঠেছে এবং সে ব্যক্তির সাথে এক বিশেষ আন্তরিক সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। সে ঘনিষ্ঠতা এতই নিবিড়, যা অনেক নিকটাত্মীয়ের সাথেও নেই। এ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি তো এতটুকু বুঝেছি যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে শুনতে পান ও দেখতে পান, তখন তিনি ঐ বান্দার প্রতি কতটুকু প্রীত হয়ে থাকবেন। (যদি না তার কোন গুরুতর অপরাধের দরুন সে তাঁর সদয় দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে)

রসূলুল্লাহ (সা) উম্মতকে কুরআন মজীদের মাহাত্ম্য বুঝানোর জন্যে এবং এর তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে বিভিন্ন শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। আমরাও এ সংক্ষিপ্ত হাদীস সমূহ বর্ণনার বিভিন্ন শিরোনাম ব্যবহার করেছি।

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) এর এ সব বাণী থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন- যা এ বাণী গুলোর উদ্দিষ্ট।

কুরআন মজীদের মাহাত্ম্য ও ফযীলত

কুরআন মজীদের মাহাত্ম্যের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে, এটি আল্লাহর কালাম। এটি আল্লাহ তা'আলার হাকীকী সিফাত বা প্রকৃত গুণ । প্রকৃত পক্ষে এ দুনিয়ায় যা

কিছুই রয়েছে এমন কি যমীনের মখলূক সমূহের মধ্যে আল্লাহর কা'বা, নবী-রসূলগণের পবিত্র সত্তাসমূহ এবং ঊর্ধ্ব জগতের সৃষ্টি সমূহের মধ্যে আরশ, কুরসী লাওহ ও কলম জান্নাত এবং তার নিয়ামত সমূহ, আল্লাহর নৈকট্যধন্য ফিরিশতাগণ এসব কিছুই স্ব-স্ব স্থানে অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ সবই হচ্ছে মখলূক বা সৃষ্টি। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদ আল্লাহর এরূপ সৃষ্টি যা তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু নয় বরং তাঁর হাকীকী সিফাত বা সত্তাগত গুণ বিশেষ। এটা তাঁর সত্তার সাথে ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে কায়েম রয়েছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার সবচাইতে বড় দয়া ও দান যে, তিনি তাঁর রসূলে আমীন মারফত তাঁর পবিত্র কালাম আমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং যেন আমাদের তিলাওয়াত করতে, নিজ রসনায় তা উচ্চারণ করতে, তা উপলব্ধি করতে এবং নিজেদের জীবনে এ পবিত্র গ্রন্থকে দিকদিশারীরূপে গ্রহণ করতে পারি।

কুরআন মজীদে আছে যে, আল্লাহ্ তাআ'লা তুয়ার পবিত্র প্রান্তরে একটি বরকতময় বৃক্ষ থেকে হযরত মূসা আলাইহিস্সালামকে আপন পবিত্র কালাম শুনিয়েছিলেন। কতই না সৌভাগ্যবান ছিল সেই বৃক্ষটি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণী শুনানোর জন্যে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছিলেন। যে বান্দা ইখলাস এবং ভক্তিসহকারে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে সে তখন মূসা আলইহিস্সালামের সে বৃক্ষের মর্যাদা ও গৌরব লাভে ধন্য হয়। সে যেন তখন আল্লাহ্র পবিত্র কালামের রেকর্ড স্বরূপ হয়ে যায়। সত্য কথা হলো, মানুষ তার চাইতে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

এ ভূমিকা পাঠের পর কুরআন মজীদের মাহাত্ম্য ও ফযীলতের বিবরণ সম্বলিত রসূলুল্লাহ (সা) এর কয়েকখানা হাদীস নিম্নে পাঠ করুন।

٣٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْأَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِىَ السَّاءِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهِ (رواه الترمذى والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان)

৩৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তিকে কুরআনের ব্যস্ততা আমার যিকর ও আমার কাছে বান্দার যাচঞা করা থেকে বিরত রেখেছে, আমি তাকে দু'আকারী ও যাচঞা কারীদেরকে প্রদত্ত দানের চাইতে উত্তম দান করে থাকি। মর্যাদার দিক থেকে

আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্যান্য কথাবার্তার চাইতে ঠিক সে রূপ বেশি, যেরূপ বেশি মর্যাদা আল্লাত তা'আ'লার তাঁর সমগ্র সৃষ্টকূলের তুলনায়।

(জামে' তিরমিযী, সুনানে দারেমী ও শু'আবুল ঈমানে বায়হাকী)

ব্যাখ্যাঃ মাআ'রিফুল হাদীসের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে বলে আসা হয়েছে যে, যখন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বরাতে কোন কথা বলেন অথচ তা'কুরআন মজীদে না থাকে, হাদীসের পরিভাষায় এরূপ হাদীসকে হাদীসে কুদসী বলা হয়ে থাকে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত এ হাদীসও এধরনের হাদীসে কুদসী।

এ হাদীসে দু'টি কথা বলা হয়েছে ঃ

এক. আল্লাহর যে বান্দা কুরআন নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে, দিন-রাত তার ঐ একটিই ব্যস্ততা অর্থাৎ কুরআনের তিলাওয়াত কুরআন মুখস্থ করা তার চিন্তা-গবেষণা বা পঠন-পাঠনে ইখলাসের সাথে মশগুল -বিভোর থাকে যে, কুরআনের এ চর্চা বন্ধ করে সে আল্লাহর হাম্দ্-তসবীহ করার বা তাঁর দরবারে দু'আ করার পর্যন্ত অবসর করে উঠতে পারে না, সে যেন মনে না করে যে, তার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। কেননা, আল্লাহ্ তাআ'লা যিকরকারী ও যাচঞাকারীকে যা দান করবেন তার চেয়ে অনেকগুণ উত্তম তাকে দান করবেন। অন্য কথায়, সে আল্লাহর দরবার থেকে যে মহাদান লাভ করবে, যিকরকারী ও যাচঞাকারীরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। রাসূলূল্লাহ (সা) বলেন,এটা আল্লাহ্ তা'আলার অকাট্য ফয়সালা, আমি আমার এমন বান্দাকে তা থেকে অধিক ও উত্তম দান করবো, যা আমি কোন যিক্রকারী ও যাচঞাকারীকে দান করে থাকি।

দ্বিতীয় যে কথাটি এ হাদীসে বিবৃত হয়েছে তা হলো, আল্লাহর কালাম অন্যদের কালাম থেকে ঠিক তেমনি মর্যাদাপূর্ণ, যেমন মর্যাদাপূর্ণ স্বয়ং তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকুলের তুলনায়। আর তার কারণও এটাই যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং তাঁর অবিচ্ছিন্ন গুণ বিশেষ, যা' তাঁরই সত্তার মত অবিনশ্বর।

٣٥- عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِىْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ

الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِىْ لاَ تَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الاَلْسِنَةُ وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ يَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (رواه الترمذى والدارمى)

৩৫. হযরত আলী মুরতাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছিঃ সাবধান, একটি মহা বিপর্যয় আসন্ন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ তা থেকে বাঁচবার কী ব্যবস্থা রয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ ?

জবাবে তিনি বললেন; কিতাবুল্লাহ্, তাতে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের (শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলীর) সংবাদ এবং তোমাদের পরবর্তীদের হাল-হাকীকত, (অর্থাৎ আমল ও আখলাকের যে সব পার্থিব এবং পারলৌকিক পরিণতি দেখা দিবে, কুরআন মজীদে সে সব সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে) তোমাদের মধ্যকার সমস্য সমূহ সম্পর্কে কুরআন মজীদে সিদ্ধান্ত ও বিধান রয়েছে, (হক-বাতিল ও ভুল-শুদ্ধ সম্পর্কে) তা হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালা স্বরূপ, বেহুদা বাক্যলাপ নয়। যে কেউ গোঁয়ার্তুমী করে তা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেবে আল্লাহ তার ঘাড় মটকাবেন। আর যে ব্যক্তি এর বাইরে হিদায়াত অন্বেষণ করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে আসবে কেবল গুমরাহী। (অর্থাৎ সে হকের হিদায়াত থেকে অবশ্যই বঞ্চিত থাকবে)। কুরআনই হচ্ছে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ রক্ষার মযবুত বন্ধন বা মাধ্যম আর তা হচ্ছে সুদৃঢ় হিদায়াত এবং এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম বা সহজ-সরল পথ। এটাই হচ্ছে সেই স্পষ্ট সত্য, যার অনুসরণে প্রবৃত্তিসমূহ বক্র পথ অবলম্বন করতে পারে না এবং রসনা সমূহ তাকে বিকৃত করতে পারে না। (অর্থাৎ যে ভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে রসনার পথে গুমরাহীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বিকৃতিকারীরা নিজেদের ইচ্ছা মত একটির স্থলে অন্যটি পড়ে পড়ে সে সব কিতাবে বিকৃতি সাধন করেছে, এই কুরআনে তারা সে ভাবে তা করে বিকৃতি সাধন করতে পারবে না। আল্লহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার সুসংরক্ষণের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।) জ্ঞানীরা কখনো তার দ্বারা পূর্ণ পরিতৃপ্ত হবেন না। (মানে যতই তারা এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবেন ততই জ্ঞানের নিকট নতুন নতুন রহস্য উন্মোচিত হতে থাকবে এবং কখনো কুরআন

চর্চাকারী এটা মনে করবেন না যে, এর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবটুকুই তাঁর আয়ত্তে এসে গেছে আর কিছু জানবার বা বুঝবার মত বাকী নেই; বরং যতই তাঁরা এ নিয়ে গবেষণা করবেন ততই তাঁরা অনুভব করবেন যে, এ পর্যন্ত কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতটুকু আমরা হাসিল করেছি তার চাইতে অনেকগুণ বেশি আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে) বার বার পূনরাবৃত্তির দরুন তা কখনো পুরনো হয়ে যাবে না (অর্থাৎ যে ভাবে পৃথিবীর অন্য দশটি বই একবার পড়ে নিলেই বার বার পড়তে আর মন চায় না, বিরক্তিকর ঠেকে; কুরআন শরীফের ব্যাপারে তা ঘটবে না তা যতবেশি তিলাওয়াত করা হবে আর যত বেশি তাতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা হবে, ততই উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক মনে হবে।) আর এর চকৎকারিত্ব ও বিস্ময় কখনো শেষ হবার নয়। কুরআন শরীফের শান হচ্ছে এই যে, যখন জিনেরা তা শুনলো তখন তারা বলে উঠলো ঃ

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ

আমরা কুরআন শ্রবণ করেছি যা বিস্ময়কর, পথ প্রদর্শন করে কল্যাণের দিকে। তাই আমরা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী কথা বলবে, সে যথার্থ ও হক কথা বলবে আর যে ব্যক্তি সে অনুসারে আমল করবে, সে তার বিনিময় বা পুরস্কার লাভ করবে। যে ব্যক্তি কুরআন অনুসারে ফয়সালা করবে সে ইনসাফ করবে এবং যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে আহবান জানাবে, সে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সহজ-সরল পথে পরিচালিত হবে।

(জামে, তিরমিযী ও সুনানে দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসখানা কুরআনুল করীমের মাহাত্ম্য ও ফযীলত বর্ণনায় নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ব্যাপক হাদীস। এতে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা অনুবাদের সাথে করে দেয়া হয়েছে।

কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

٣٦- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ-

৩৬. হযরত উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ কুরআন মজীদ আল্লাহর বাণী হিসাবে অন্যান্য সমস্ত কথাবার্তার তুলনায় যেহেতু তার মাহাত্ম্য ও ফযীলত সর্বাধিক, তাই এর শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের